শুধু আল্লাহর কাছে চাই

[দূআ ও মুনাজাতের বই]

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

শুধু আল্লাহর কাছে চাই

[দুআ-মুনাজাতের বই]

সংকলক ঃ

অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা।

ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬।

www.tawheeedpublications.com

Email: tawheedpublications@gmail.com

শুধু আল্লাহর কাছে চাই

সংকলক ঃ **অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম**
মোবাইল : 01711-696908
তত্ত্বাবধানে : কফিলউদ্দীন (01814- 732812)

প্রচ্ছদ : ফরিদী নূমান

প্রকাশনায় : তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
ফোন ঃ 7112762, 01711646396।

প্রথম প্রকাশ : যিলকদ ১৪২৯ হিজরী / নভেম্বর ২০০৮ ইং
চতুর্থ সংস্করণ : যিলকদ ১৪৩২ হিজরী, সেপ্টেম্বর ২০১১ ইং

মূল্য ঃ ৭০ (সত্তর) টাকা / ৫ রিয়াল মাত্র।

Shdhu Allah'r kache chai Prepard by : Prof. Muhammad Nurul Islam & Published by : **Tawheed publications, 90 Hazi Abdullah Sarkar lane, Bangshal, Dhaka,** Bangladesh. Phone : 7112762, 01711646396, Price : 5 Riyals / $ 2 only.

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃঃ
	ভূমিকা	৫
১.	দুআর ফযীলত	৮
২.	দুআ কবূলের শর্তাবলী	১৮
৩.	দুআর আদব ও সুন্নত তরীকা	১৯
৪.	দুআ কবূলের উত্তম সময় ও অবস্থা	২২
৫.	যাদের দুআ বেশি কবূল হয়	২৬
৬.	দুআ কবূলের উত্তম স্থান	২৮
৭.	দুআর ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি	৩০
৮.	কুরআন কারীমে বর্ণিত দু'আ	৩২
৯.	আদম (আঃ)-এর দু'আ	৩৩
১০.	নূহ (আঃ)-এর দু'আ	৩৪
১১.	ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ	৩৬
১২.	লূত (আঃ)-এর দু'আ	৪২
১৩.	ইউসুফ (আঃ)-এর দু'আ	৪৩

১৪.	মূসা (আঃ)-এর দু'আ	৪৪
১৫.	সুলায়মান (আঃ)-এর দু'আ	৪৭
১৬.	ইউনুস (আঃ)-এর দু'আ	৪৮
১৭.	যাকারিয়্যা (আঃ)-এর দু'আ	৫০
১৮.	মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দু'আ	৫১
১৯.	কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য দু'আ	৫৪
২০.	হাদীস শরীফে বর্ণিত দুআ	৭২
২১.	সালাতের ভিতরে বাহিরে পঠিত দুআ যিক্র তাসবীহ	১৩৮
২২.	বিতর সালাতের দুআ কুনূত	১৫২
২৩.	জানাযার সালাতে দু'আ	১৫৩
২৪.	ইস্তিখারা নামাযের দু'আ	১৫৬
২৫.	সকালে পঠিত একটি তাসবীহ	১৫৮
২৬.	লেখকের অন্যান্য বই	১৫৯
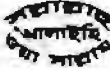
ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

উনিশ শ' আশির দশকের কথা। আমি তখন মক্কা মুকার্‌রামার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। সে সময় জুমুআর সালাত হারাম শরীফে আদায় করতাম প্রায় নিয়মিতই। একান্ত উযরবশত এর ব্যত্যয় ঘটলে জুমুআ পড়তাম আযিযিয়া এলাকায়। এটি একটি মান সম্পন্ন আবাসিক এলাকা। এখানেই অবস্থিত উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির ছেলেদের ক্যাম্পাস। অবশ্য এখন এর নতুন ক্যাম্পাস আরাফাতের ময়দানের পাশে আবেদীয়ার মরু অঞ্চলে।

আযিযিয়ার যে মসজিদে সচরাচর জুমুআ পড়তাম সেটাতে জুমুআর খুৎবা দিতেন উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির উচ্চ শিক্ষা ও পিএইচডি স্তরে অধ্যাপনারত আমাদের উসতায একজন ডক্টর ও প্রফেসর। স্যারের নামটি আমি ভুলে গেছি। জুমুআর

দ্বিতীয় খুৎবার শেষাংশে তিনি অনেকগুলো দুআ করতেন। দু'আর ভাষা ও বক্তব্য ছিল অতি চমৎকার, হৃদয়গ্রাহী ও আশাব্যঞ্জক। সেদিন থেকে পণ করি এ দু'আগুলো আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে। পরবর্তীতে নানা ব্যস্ততায় কাজটি বিলম্ব হয়ে যায়। অবশেষে ২০০৮ এর রমযান মাসে এ কাজটিতে হাত দেই। টার্গেট ছিল সে বৎসর হাজীদের হাতে এটা তুলে দেয়া। তারা আল্লাহর মেহমান, যাতে করে তারা কাবায়, আরাফায়, মিনায়, মদীনায় ও সফরে প্রাণভরে এ ভাষায় দু'আ করতে পারে।

বইটিতে দু'আর আদব, দুআ কবুলের উত্তম সময়, ব্যক্তি ও স্থানের বর্ণনা করা হয়েছে। নবী রাসূলগণের মধ্যে কে কখন কী অবস্থায় আল্লাহর কাছে কি দু'আ করেছিলেন, ফলে কি তাঁরা পেয়েছিলেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ কি কি দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কি দু'আ করতেন, একটি দু'আর পুরস্কার কত? এর বদলা কত তাও শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, হাদীস গ্রন্থসমূহে হাজার হাজার দু'আ থাকা সত্ত্বেও আমি যাচাই বাছাই করে এখানে এমন কিছু সংখ্যক দুআ সন্নিবেশিত করেছি যেগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য এর কলেবর কিছুটা কমেছে। এরপরও বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে কোথাও কোন ভুলত্রুটি থেকে থাকলে আমাকে অবহিত করানোর জন্য সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছে বিনীত অনুরোধ রইল।

সবমিলিয়ে দু'আর জগতে বাংলাভাষায় এটি একটি বিশুদ্ধ গ্রন্থ হবে বলে আশা করি। আল্লাহ তা'আলা একাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন এবং আমাদের নাজাত দিন। আমীন।

বিনীত গ্রন্থকার :

(মোঃ নুরুল ইসলাম)

মোবাইল :

01711-696908 (ঢাকা),

056-9122801 (মক্কা)

পরামর্শ প্রেরণের ঠিকানা :

অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

সভাপতি- উম্মুলকুরা মাদ্‌রাসা

পোঃ রাধাগঞ্জ বাজার, রায়পুরা,

জেলাঃ নরসিংদী

১ম অধ্যায়

فَضْلُ الدُّعَاء

দু'আর ফযীলত

মহামহিম পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমত ও করুণা অপার ও অসীম। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে এমন এক সুযোগ প্রদান করলেন যে, বান্দা আল্লাহর কাছে চাইবে, আর তিনি তা মঞ্জুর করে নেবেন। বান্দার সকল চাওয়াকে তিনি পাওয়ায় রূপান্তরিত করবেন। কতই না চমৎকার তার এ নেয়ামত! দু'আর এ ফযীলত বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কিছু কথা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ক) আল্লাহ তাআলা বলেন:
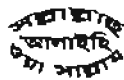
﴿ادْعُونِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

১। "তোমরা আমার নিকট দু'আ করো আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব"।[১]

---

[১] সূরা মুমিন/গাফির ঃ ৬০

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ﴾

২। যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (তখন তাদের বলে দাও) আমি তাদের কাছেই আছি। দু'আকারী যখনই আমার কাছে দু'আ করে তখনই আমি তা কবুল করি। সুতরাং তাদের উচিত আমার আদেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরল পথ প্রাপ্ত হয়।[২]

খ) হাদীস শরীফে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

[২] সূরা বাকারা ঃ ১৮৬। আল্লাহ নিকটেই আছেন এর অর্থ হলো আল্লাহ আরশে মহল্লার উপরে থেকেও তিনি দিবনিশি সারাক্ষণ বান্দার সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

৩। দু'আ হচ্ছে ইবাদত।[৩]

الدُّعَاء مُخُّ الْعِبَادَة

৪। দু'আ হচ্ছে ইবাদতের মগজস্বরূপ।[৪]

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاء

৫। সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে দু'আ।[৫]

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

৬। আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আর চেয়ে অধিকতর সম্মানজনক আর কিছুই নেই।[৬]

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

---

[৩] তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

[৪] তিরমিযী- ৩৩৭১ হাঃ (হাদীসটি দুর্বল)।

[৫] হাকিম (অতি দুর্বল)

[৬] সুনানে তিরমিযী- ৩৩৭০ হাঃ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান

৭। মহামহিম বরকতময় তোমাদের রব অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দয়াময়। দু'আর জন্য বান্দা যখন তার নিকট হাত উঠায় তখন তাকে বঞ্চিত করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন।[৭]

لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ

৮। আল্লাহর সিদ্ধান্তকে দু'আ ছাড়া আর কিছুই পাল্টাতে পারে না এবং নেক আমল ছাড়া অন্য কিছুই বয়স বৃদ্ধি করতে পারেনা।

অর্থাৎ দু'আতে ভাগ্য পর্যন্ত পরিবর্তন হতে পারে এবং বেশী বেশী সৎকাজ করলে মানুষের হায়াতও বৃদ্ধি পেতে পারে।[৮]

---

[৭] আবু দাউদ- ১৪৮৮হাঃ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাকিম
[৮] তিরমিযি- ২১৩৯ হাঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ
وَلاَ قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاَثٍ
- إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ - وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ
فِي الآ<خِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ
مِثْلَهَا - قَالُوا إِذًا نُكْثِرُ - قَالَ اللهُ أَكْثَرُ

৯। কোন মুসলমান যদি এমনভাবে দু'আ-মুনাজাত করে যে, দু'আর মধ্যে থাকবেনা কোন পাপের কথা, থাকবেনা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কোন আবেদন তাহলে আল্লাহ তাকে তিনটির যেকোন একটি জিনিষ অবশ্যই দিবেন (১) হয়তো সাথে সাথেই দু'আ কবুল হয়ে যাবে, (২) নতুবা আল্লাহ আখেরাতের জন্য তা জমা করে রাখবেন, (৩) অথবা সে পরিমাণ বিপদ থেকে মাবুদ তাকে উদ্ধার করে দেবেন।

এটি শুনে সাহাবীগণ বললেন, “তাহলে আমরা এখন থেকে বেশী বেশী দু'আ করবো”। উত্তরে নবী ﷺ বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে এর চেয়েও বেশী দেবেন।[৯]

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

১০। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায়না (অর্থাৎ দু'আ করেনা) আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।[১০]

اَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ فِي الدُّعَاءِ وَاَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ

১১। সর্বাধিক অক্ষম মানুষ হলো সে ব্যক্তি, যে দু'আ করতে অপারগ। আর সবচেয়ে কৃপণ হলো ঐ মানুষ যে অন্যকে সালাম দেয় না।[১১]

---

[৯] আহমাদ- ১০৭০৯ হাঃ, হাকিম, তাবরানী

[১০] তিরমিযী

[১১] বায়হাকী (দুর্বল)

سَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ

১২। তোমরা আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ চাও। কেননা আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া এটা মা'বুদ খুবই পছন্দ করেন। আল্লাহ তার দয়ায় বিপদাপদ ও পেরেশানী দূর করে দেবেন এরূপ আশায় অপেক্ষা করা হলো উত্তম ইবাদত।[১২]

مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ

১৩। তোমাদের মধ্য থেকে যার জন্য দু'আর দরজা খুলে গেল তার জন্য রহমতের দরজাও খুলে গেল।[১৩]

---

[১২] তিরমিযী- ৩৪৯৪ হাঃ।

[১৩] তিরমিযী- ৩৫৪৮ হাঃ।

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ

১৪। যেসব বিপদাপদ অবতীর্ণ হয়েছে এবং যেসব বিপদ এখনও আসেনি এসব মুসীবত থেকে পরিত্রাণের জন্য দু'আ অত্যন্ত উপকারী। অতএব হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা বেশী বেশী দু'আ করো।[১৪]

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ

১৫। যদি কেউ চায় যে, বিপদের সময় তার দু'আ কবুল হউক তাহলে সে যেন সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় বেশী বেশী দু'আ করে।[১৫]

---

[১৪] তিরমিযী- ৩৫৪৮, আহমাদ

[১৫] তিরমিযী- ৩৩৮২

১৬। সাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ নাবী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার মু'মিন বান্দাকে কিয়ামত দিবসে তাঁর সামনে খাড়া করাবেন। অতঃপর ঐ বান্দাকে তিনি বলবেন, আমার বান্দা, আমি তোমায় হুকুম দিয়েছি যে তুমি আমার নিকট দু'আ, করবে আর আমি ওয়াদা দিয়েছি তোমার প্রার্থনা আমি কবুল করব, সুতরাং তুমি কি আমার নিকট দু'আ চেয়েছিলে? বান্দা বলবে হ্যাঁ, ইয়া রব। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি আমার নিকট যে দু'আ করেছিলে আমি তা কবুল করেছি। অতএব তুমি অমুক বিপদে পড়ে এ থেকে উদ্ধারের জন্য অমুক দিন দু'আ করেছিলে ফলে আমি ঐ কষ্ট দূর করে দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে হ্যাঁ, ইয়া রব। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি দুনিয়াতে তখনই তোমার ঐ দু'আ কবুল করে তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দিয়েছি, তোমার ঐ কষ্ট ও বিপদ আমি দূর করে দিয়েছি আর তুমি অমুক দিন অমুক কষ্ট দূরীভূত করার জন্য দু'আ করেছিলে, কিন্তু ঐ ব্যাপারে তোমার কষ্ট দূর করিনি, বান্দা বলবে হ্যাঁ, ইয়া রব। তখন আল্লাহ

বলবেন, আমি তোমার জন্য জান্নাতে তা গচ্ছিত রেখেছি, অমুক অধিক অমুক সে নেয়ামত। অর্থাৎ ঐ দু'আর কারণে দুনিয়াতে ঐ কাজ পূরণ না করে তার বিনিময়ে জান্নাতে তোমার প্রার্থিত বস্তু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বস্তু তোমার জন্য জমা রেখেছি। ঐ সময় মু'মিন বান্দা তার কৃত দু'আর বদলা দেখে সে তখন খুশিতে আফসোস করে বলবে, দুনিয়াতে আমার কোন প্রার্থনাই যদি মঞ্জুর না হয়ে সব আখেরাতের জন্য জমা থাকতো!!

উল্লেখ্য যে, মানুষ আল্লাহর নিকট যে প্রার্থনা করে ঐ প্রার্থনাকৃত বস্তু যদি তার জন্য মঙ্গলজনক হয় তবে তার প্রার্থনা করার কারণে তাকে তার চাওয়া বস্তুর পরিবর্তে এমন বস্তু দিয়ে থাকেন যাতে তার জন্য রয়েছে অধিক কল্যাণ আছে। আর অনেক ক্ষেত্রে তার চাওয়া বস্তু অপেক্ষা তার উপর যে বালা-মুসীবত পতিত হবার উপক্রম হয়ে ছিল তা রহিত হয়ে যায় একমাত্র দু'আর বরকতে।[১৬]

---

[১৬] মুসতাদরাকে হাকিম, (১ম খণ্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা)

২য় অধ্যায়

شُرُوْطُ قُبُوْلِ الدُّعَاءِ

দু'আ কবুলের শর্তাবলী

১। আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খালেস দিলে দু'আ করা।

২। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নিকট না চাওয়া। অর্থাৎ মাযারে, কবরে মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য না চাওয়া। চাইলে শির্ক হয়ে যাবে এবং এতে তার ঈমান বিনষ্ট হবে এবং মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

৩। সুন্নাত তরীকা মোতাবেক দু'আ করা।

৪। ছোট-বড় সবকিছুই আল্লাহর নিকট চাওয়া।

৫। সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ করা।

৬। রুযী-রোজগার, খাবার ও পোষাক হালাল হওয়া।

৩য় অধ্যায়

آدَابُ الدُّعَاءِ وَسُنَنِه

দু'আর আদব ও সুন্নাত তরীকা

১। দু'আর সময় কিবলামুখী হওয়া।

২। দু'হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা।

৩। সম্ভব হলে অযু অবস্থায় মুনাজাত করা।

৪। আলহামদুলিল্লাহ ও দুরূদ শরীফ পড়ে দু'আ শুরু করা এবং দু'আ শেষ হলে আবারও আলহাম্‌দুলিল্লাহ ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দুরূদ পড়ে দু'আ সমাপ্ত করা।

৫। দু'আ কবুল হয়েছে বা হবে এমন আস্থা রাখা।

৬। দু'আ কবূলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা।

৭। একাগ্রচিত্তে দু'আ করা।

৮। সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায় দু'আ করা।

৯। পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি, নিজের ও সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ না করা।

১০। নীচুস্বরে দু'আ করা। অর্থাৎ উচ্চস্বরে ও নীরবতা এ দুয়ের মাঝখানে আওয়াজ সীমাবদ্ধ রাখা।

১১। নিজের গেনাহের কথা স্বীকার করে গুনাহ মাফ চাওয়া ও দু'আ করা। আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া। এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

১২। কাকুতি-মিনতী, বিনয় ও ভয়-ভীতি সহকারে দু'আ করা।

১৩। হাদীসে যেসব দু'আ ৩ বার করতে বলা হয়েছে সেগুলো ৩ বার পুনরাবৃত্তি করা।

১৪। উচ্চস্বরে, অবৈধ, অমূলক ও বাড়াবাড়িপূর্ণ কোন আবেদন দু'আতে পেশ না করা।

১৫। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ বা প্রার্থনাকারীর নিজের নেক আমলের উসিলা দিয়ে দু'আ করা।

১৬। পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

১৭। বার বার দু'আ করা, দু'আ পূনরাবৃত্তি করা।

১৮। দু'আ কবূলের উত্তম সময়গুলোতে মুনাজাত করা।

১৯। رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এ দু'আটি বেশী বেশী করা এবং এ দু'আ দিয়ে মুনাজাত শেষ করা।

৪র্থ অধ্যায়

أَوْقَاتٌ وَأَحْوَالٌ يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ

দু'আ কবুলের উত্তম সময় ও অবস্থা

বান্দার দু'আ সবসময়ই কবুল হয়। তবে কিছু কিছু বিশেষ মুহূর্ত আছে সে সময়গুলোতে দু'আ বেশী কবুল হয়। আর সেগুলো হলো-

১। আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ।

২। রাতে সাহরীর সময় অর্থাৎ শেষ রাতের দু'আ। আল্লাহ তা'আলা আরশে আছেন। প্রতিদিন রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি প্রথম আসমানে নেমে আসেন। এ সময়টি দুআ কবূলের অতি উত্তম সময়।

৩। সালাতের ভেতর সূরা ফাতেহা পাঠ শেষ আমীন বলার সময়।

৪। ফরয সালাতের পর। নবী ﷺ এর যামানায় ইমাম ও মুক্তাদীগণ কখনও জামাত বদ্ধভাবে

মুনাজাত করেননি। করতেন একাকীভাবে। সেই সুন্নাত তরীকায় আজও মক্কা ও মদীনার ইমাম ও মুক্তাদীগণ ফরজ সালাত শেষে নিজে নিজে একাকী দু'আ মুনাজাত করে থাকেন। আর এটা দু'আ কবুলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় ও পদ্ধতি।

৫। সালাতে সিজ্‌দারত অবস্থায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সেজ্‌দারত অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সবচে' নিকটে চলে যায়। এজন্য সে মুহূর্তে দু'আ বেশী কবুল হয়। অতএব সেজদায় তাসবীহ পড়া শেষে আরবীতে দু'আ করবেন; কারো কারো মতে বাংলায় দুআ করাও জায়েয।

৬। জুমুআর দিন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। তবে সে দিন সূর্য ডুবার পূর্ব মুহূর্তটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

৭। বৃষ্টি বর্ষণের সময়।

৮। মোরগের ডাক দেয়ার সময়।

৯। অযু করে ঘুমিয়েছে। এরপর জাগ্রত হয়ে ঐ সময় দু'আ করা।

১০। নামাযে আত্তাহিয়্যাতুর বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'আ মাসূরা পাঠের সময়।

১১। রমযান মাসে দু'আ করা।

১২। ইফতারের সময় (রোযাদার ব্যক্তির দু'আ)।

১৩। রমযানে কদরের রাতের দু'আ।

১৪। রমযান মাসে শেষ দশকে বেতরের নামাজে কুনূতের দু'আ।

১৫। যিলহজ্জ মাসে প্রথম দশকের দু'আ ।

১৬। যমযমের পানি পান করার সময়।

১৭। আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়ে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়ার সময়।

১৮। রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নীচের এ দু'আটি পড়া।

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ

إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

২২। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর জানাযায় পঠিত দু'আ বা এর আগে পরে তার জন্য একাকী দু'আ করা।

২৩। বিপদ মুহূর্তে এ দু'আটি পড়লে।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا

مِنْهَا

৫ম অধ্যায়

أَشْخَاصٌ يَسْتَجَابُ لَهُمُ الدُّعَاء

যাদের দু‘আ বেশী কবুল হয়

মহামহিম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তার সকল বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন। কিন্তু কিছু কিছু বান্দা তার নিকট এতই প্রিয় যাদের দু’আ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না; বরং অতি সহজেই তা কবুল করে নেন। আর ঐসব বান্দারা হলেন–

১। সন্তানের জন্য মাতা-পিতার সুদু‘আ ও বদদু‘আ।

২। মুসাফিরের দু‘আ। অর্থাৎ সফর অবস্থায় দু‘আ।

৩। যালিমের বিরুদ্ধে মাযলুমের বদদু‘আ। অর্থাৎ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিত ব্যক্তির বদদু‘আ।

৪। বিপদগ্রস্থ নিরূপায় ব্যক্তির দু‘আ।

৫। সিয়াম অবস্থায় রোযাদারের দু'আ।

৬। অসাক্ষাতে এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের দু'আ।

৭। রোগীর নিকটে দু'আ।

৮। হজ্জ পালনকারীর দু'আ।

৯। উমরা পালনকারীর দু'আ।

১০। জিহাদকারীর দু'আ।

১১। ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়কের দু'আ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

أَمَاكِنُ يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ

দু'আ কবুলের উত্তম স্থান

আল্লাহ অতি মেহেরবান। তিনি সদা-সর্বদা ও সর্বত্রই বান্দার ডাক শুনেন, দু'আ কবুল করেন। কিন্তু কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো দু'আ কবুলের স্থান হিসেবে আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। আর তা হচ্ছে-

১। কা'বা ঘরের ভেতরে দু'আ করা।

২। কা'বা ঘর তাওয়াফ কালে দু'আ করা।

৩। সাফা পাহাড়ের উপরে দু'আ করা।

৪। মারওয়া পাহাড়ের উপরে দু'আ করা।

৫। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দু'আ করা।

৬। আরাফাতের দিন আরাফার ময়দানে দু'আ করা।

৭। মুয্‌দালিফায় মাশ্‌আরুল হারাম নামক জায়গায় দু'আ করা ।

৮। হজ্জের সময় ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ তারিখে ছোট ও মধ্যম জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর দু'আ করা।

৯। উপরোল্লেখিত ঐ দুই জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর হাত তুলে কিব্‌লা মুখী হয়ে দু'আ করা।

৭ম অধ্যায়

أَخْطَاءُ تَقَعُ فِي الدُّعَاءِ

দু'আর ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি

দু'আ একটি বড় ইবাদত হলেও কিছু কিছু লোক এমন দু'আ করে থাকে যা তার জন্য কল্যাণতো আনবেই না; বরং ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। এমনকি শির্কও হয়ে যেতে পারে যার পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। নিম্নে এরূপ কিছু ভুল-ত্রুটি তুলে ধরা হলো।

১। মৃত কবর বাসীর কাছে সাহায্য চাওয়া। মূর্তি, গাছ, আগুন ও পাথরের কাছে সাহায্য চাওয়া। দূরে থেকে বিপদ মুহূর্তে জীবিত-মৃত পীর-আওলিয়ার কাছে সাহায্য চাওয়া। এদের কাছে মামলা-মুকদ্দমা থেকে উদ্ধার ও রোগমুক্তি কামনা করা। এ গুলো পরিষ্কার বড় শির্ক। এতে ঈমান ভঙ্গ

হয়ে যায়। আমল বরবাদ হয়ে যায়, মুসলমান থেকে বহিস্কার হয়ে যায়। আর এর পরিণতি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুন।

২। মৃত্যু চাওয়া, মৃত্যুর জন্য দু'আ করা।

৩। নিজে শাস্তি পাওয়ার জন্য দু'আ করা ।

৪। অবান্তর ও অসম্ভব জিনিষের জন্য দু'আ করা, যা আল্লাহ্ করবেন না বলে শরীয়তে উল্লেখ রয়েছে। যেমন মৃতকে জীবিত করে দেয়া, কিয়ামতের তারিখ জানিয়ে দেয়া ইত্যাদি।

৫। পাপ কাজ করতে পারা ও পাপের বিস্তার ঘটানোর জন্য দু'আ করা।

৬। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দু'আ করা। এসবই হারাম ও নিষিদ্ধ দু'আ।

৮ম অধ্যায়

اَلدُّعَاءُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

কুরআন কারীমে বর্ণিত দু'আ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -﴾ آمين

১] পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। ১. যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। ২. যিনি করুণাময় ও অতীব দয়ালু। ৩. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। ৪.

আমরা কেবল তোমরাই ‘ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর। ৬. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট।[১৭]

আদম (আঃ)-এর দু‘আ

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

২] হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর, আর আমাদের প্রতি রহম না কর তাহলে নিশ্চিতই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।[১৮]

---

[১৭] সূরা (১) : ফাতিহা।

[১৮] সূরা (৭) আল-আ'রাফ ঃ ২৩। আদম ﷺ আমাদের আদি পিতা জান্নাতে আল্লাহ তা‘আলার নিষিদ্ধ ফল তিনি

নূহ (আঃ)-এর দু'আ

﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾

৩] হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। তুমি যদি আমাকে মাফ না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাব।[১৯]

খেয়েছিলেন। এ পাপের পরিণতি বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর সমীপে তিনি এ দু'আটি করেছিলেন।

[১৯] সূরা (১১) হূদ : ৪৭, নূহ ﷺ'র যামানায় তুফান ও প্রচণ্ড ঢেউয়ে সাগরের পানি পাহাড়েরও চল্লিশ হাত উপর দিয়ে পাহাড় পরিমাণ বড় বড় ঢেউ বইতে লাগল। তখন তার ছেলে কেনান পানিতে ডুবে গেল। তার নিজ ছেলেকে

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

৪] হে আমার রব! আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে, যারা মুমিন অবস্থায় আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদেরকে এবং সকল মুমিন পুরুষ-নারীকে তুমি ক্ষমা করে দাও।[২০]

বাঁচানোর জন্য সন্তান বাৎসল্য দরদ নিয়ে বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন। আল্লাহ উত্তর দিলেন, যেহেতু সে ঈমান আনেনি সেহেতু তোমার পুত্র হলেও সে তোমার আহল-পরিবারের মধ্যে গণ্য নয়। তার ব্যাপারে কোন সাহায্য তুমি চেও না। তখন হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আল্লাহর নবী নূহ عليه السلام এ দু'আটি করেছিলেন।

[২০] সূরা (৭১) নূহ ঃ ২৮। পয়গাম্বর নূহ عليه السلام সাড়ে নয় শ' বছর মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। অতঃপর তিনি এ দু'আটি করেছিলেন। এতে তার মাতাপিতাসহ পৃথিবীর জীবিত মৃত সকল মুমিন নরনারীর জন্য তিনি এ দু'আ করেছেন। তাই

ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

৫] হে আমাদের রব! আমাদের নেক আমলগুলো তুমি কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমিতো সবকিছু শোন ও সবকিছুই জান।[২১]

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

আমাদের জন্য মুস্তাহাব হলো নূহ ﷺ'র তরীকামত সকল মুমিন নারী-পুরুষের জন্য এরূপ দু'আ করা।

[২১] সূরা (২) বাকারাহ : ১২৭, আল্লাহর নবী ইবরাহীম (আঃ) কাবাঘর নির্মাণ শেষে কাবার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তিনি ও তার ছেলে নবী ইসমাঈল (আঃ) দু'জনে এ দু'আটি করেছিলেন।

৬] হে আমাদের রব! ‘আমাদেরকে তোমার আনুগত্যশীর বান্দা বানিয়ে দাও, আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্য থেকেও এমন একদল লোক সৃষ্টি করে দাও, যারা তোমার নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণকারী হবে আর আমাদেরকে ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দাও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, তুমিতো বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।[২২]

---

[২২] সূরা (২) বাকারা : ১২৮, সাইয়্যেদেনা ইবরাহীম (আ:)-এর সন্তান-সন্ততি ও তাদের অনাগত ভবিষ্যতের বংশধররা যেন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী বান্দা হয় এবং আল্লাহ ও আল্লাহর ইবাদতে শির্ক না করে সেজন্য দু’জনেই এ দু‘আটি করেছিলেন। তাছাড়া হজ্জ কিভাবে করবেন, তাওয়াফ, সাঈ, আরাফাতে অবস্থান, জামারায় কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি যাবতীয় আহকাম কিভাবে আদায় করবেন তা শিখিয়ে দেয়ার জন্য এ আয়াতের বাক্যবচন দিয়ে আল্লাহর কাছে তারা এ দু‘আ করেছিলেন।

﴿رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

৭] হে আমার রব! এ দেশকে তুমি নিরাপত্তার দেশে পরিণত কর এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে মূর্তিপূজা করা থেকে দূরে রেখ।[২৩]

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾

৮] হে আমার মালিক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার ছেলে-

---

[২৩] সূরা (১৪) ইবরাহীম : ৩৫। কাবা ঘর নির্মাণ শেষে ইবরাহীম পয়গাম্বর মাক্কা শরীফের দেশকে শান্তি ও নিরাপদ দেশে পরিণত করার জন্য দু'আ করেছিলেন। আল্লাহ তার দু'আ কবূল করলেন। ফলে দেশটি নিরাপদ হয়ে যায় যার সুসংবাদ রয়েছে সূরা 'আনকাবুতের ৬৭ নং আয়াতে।

মেয়েদেরকেও নামাযী বানিয়ে দাও। হে আমার মালিক! আমার দুআ তুমি কবুল কর।[২৪]

﴿رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

৯] হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যেদিন চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ হবে সেদিন তুমি আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং সকল ঈমানদারদেরকে তুমি ক্ষমা করে দিও।[২৫]

---

[২৪] সূরা (১৪) ইবরাহীম : ৪০, এখানে নবী ইবরাহীম عليه السلام তার পুত্র সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাক এবং পরবর্তী বংশধর ও সন্তান সন্ততির জন্য এ দু'আটি করেছিলেন।

[২৫] সূরা (১৪) ইবরাহীম ঃ ৪১, পিতা কর্তৃক আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করার পূর্বে ইবরাহীম عليه السلام তার মাতা-পিতা ও সকল মু'মিন নর-নারীদের জন্য এ ভাষায় দু'আ করেছিলেন।

﴿رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْماً وَّأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ - وَاجْعَلْ لِيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ - وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ - وَلا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ﴾

১০] (৮৩) হে রব! আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান কর এবং (দুনিয়া ও আখিরাতে) আমাকে নেককার লোকদের সান্নিধ্যে রেখো। (৮৪) এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমার সুখ্যাতি চলমান রেখো। (৮৫) আমাকে তুমি নিয়ামতে ভরা জান্নাতের বাসিন্দা বানিয়ে দিও। (৮৬) আর আমার পিতাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, সে তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৭) আর যেদিন সব মানুষ আবার জীবিত হয়ে উঠবে সেদিন আমাকে তুমি অপমানিত করো না।[২৬]

---

[২৬] সূরা (২৬) আশ-শু'আরা ঃ ৮৩–৮৭। পয়গাম্বর ইবরাহীম عليه السلام এ দু'আগুলো করেছিলেন। এখানে ৮৬ নং আয়াতে

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

১১] হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে নেককার সন্তান দান কর।[২৭]

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٤) رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٥)﴾

পিতার জন্য ইবরাহীম (আঃ) যে দু'আটি করেছিলেন, ঈমান না আনার কারণে তার পিতা আযরের জন্য পরবর্তীতে এমন দুআ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছিলেন।

২৭ সূরা (৩৭) সফফাত : ১০০, নেক সন্তান পাওয়ার জন্য ইবরাহীম عليه السلام আল্লাহর কাছে এ দু'আ করেছিলেন। দু'আ কবূল হল। তিনি এমন সন্তান পেলেন যাকে আল্লাহ নাবী বানালেন। নাম তার ইসমাঈল عليه السلام। আর ইসমাঈল عليه السلام-এর ছোট ভাই ছিলেন ইসহাক عليه السلام। তিনিও নবী ছিলেন।

১২] হে আমাদের রব! আমরা তো কেবল তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমার দ্বীনের উপর রুজু হয়েছি এবং পরপারে তোমারই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

অতএব হে রব, আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র করো না। হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদের ক্ষমা কর। তুমিতো মহা পরাক্রমশালী, মহা জ্ঞানী।[২৮]

লূত (আঃ)-এর দু'আ

﴿رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾

[২৮] সূরা (৬০) মুমতাহিনা : ৪-৫, কুফরী বর্জন না করা ও শির্কে পতিত হওয়ার কারণে মুমিন ও কাফিররা পরস্পর শত্রুতে পরিণত হল। শির্কে লিপ্ত থাকার কারণে মুশরিকদের জন্য তাওবা ও দুআ করার সুযোগও রইল না। এমতাবস্থায় পয়গাম্বর ইবরাহীম عليه السلام কাফির মুশ্‌রিক ও মূর্তিপূজারীদের থেকে পৃথক জায়গায় সরে এসে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দু'আটি করেছিলেন।

১৩] হে রব! ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য কর।[২৯]

ইউসুফ (আঃ)-এর দু'আ

[اَللَّهُمَّ يَا] ﴿فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ - تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ﴾

১৪] [হে] আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা! দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই তুমি আমার অভিভাবক। আমাকে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ

[২৯] সূরা (২৯) 'আনকাবূত : ৩০, পয়গম্বর লূত ﷺ এর উম্মতের কিছু লোক ছিল ঘৃণ্য ও ভিন্ন ধরনের অশ্লীল ফাহেশা কর্মে লিপ্ত। সদুপদেশ প্রত্যাখ্যান ও কুফুরীতে ছিল তারা চরম। তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে লূত ﷺ-এ দু'আটি করেছিলেন।

করাইও এবং আমাকে নেককার লোকদের সাথী করে রাখিও।[৩০]

মূসা (আঃ)-এর দু'আ

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ - وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ - يَفْقَهُوا قَوْلِيْ﴾

১৫] হে আমার রব! আমার বক্ষকে তুমি প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও, আর

---

[৩০] সূরা (১২) ইউসুফ : ১০১, জীবন সায়াহ্নে নবী ইউসুফ عليه السلام এ দু'আটি করেছিলেন। তিনি আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও তার মৃত্যু যেন ঈমানের সাথে হয়, ইসলাম অবস্থায় হয় এবং পরকালের হাশর যেন নবী রাসূল ও নেককার ছালেহীন বান্দাদের সাথে হয় সেজন্য তিনি বারী ইলাহীর কাছে এ প্রার্থনা করেছিলেন।

আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও- যাতে তারা আমার কথা সহজেই বুঝতে পারে।[৩১]

﴿رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ﴾

১৬] হে আমার রব! আমি নিজেই আমার নিজের প্রতি যুলুম করে ফেলেছি, দয়া করে আমাকে তুমি মাফ করে দাও।[৩২]

---

৩১ সূরা (২০) তা-হাঃ ২৫-২৮, মূসা عليه السلام তার যামানায় ফেরআউন ও তার কওমের কাছে যথার্থভাবে দাওয়াত পৌঁছানোর সক্ষমতা অর্জনের জন্য তিনি এভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন। তাছাড়া তার জিহ্বায় কিছুটা জড়তাও ছিল। এ থেকে পরিত্রাণের জন্যও এ দুআটি করেছিলেন এবং তার ভাই হারূন আঃ-কে এ কাজে তার সাথী করে দেয়ার অনুরোধও করেছিলেন।

৩২ সূরা (২৮) আল কাসাস : ১৬, মূসা عليه السلام এর যামানায় একবার এক শহরে দু'জন লোক ঝগড়া করছিল। মূসা عليه السلام তখন তার নিজের দলের লোকটির পক্ষ হয়ে শত্রু দলের লোকটিকে একটি ঘুষি মারেন। আকস্মিকভাবে এক ঘুষিতেই

﴿رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴾

১৭] হে রব! যালিম সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে আমাকে রক্ষা কর।[৩৩]

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾

১৮] হে রব! তুমি আমার প্রতি যত নিয়ামাত অবতীর্ণ করেছ এ সবগুলোর প্রতি আমি মুখাপেক্ষী।[৩৪]

লোকটি মারা যায়। তখন এতে মূসা ﷺ খুবই অনুতপ্ত হন এবং বিনীতভাবে তখন এ দু'আটি করেছিলেন। পরে আল্লাহ তার দু'আ কবূল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।

[৩৩] সূরা (২৮) আল-কাসাস : ২১, একবার একলোক এসে মূসা ﷺ-কে খবর দিল যে, ফিরআউনের লোকেরা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মূসা ﷺ আল্লাহর কাছে এ দু'আটি করেছিলেন। দু'আটি কবূল হয়। আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেন। পক্ষান্তরে ফেরআউনই ধ্বংস হয়ে যায়। সে তার দলবলসহ আল্লাহর গজবে পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে।

সুলায়মান (আঃ)-এর দু'আ

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾

১৯] হে প্রতিপালক! তুমি আমার ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছো এর শোকরগোজারী করার তাওফীক দাও এবং আমাকে এমন সব নেক আমল করার তাওফীক দাও যা তুমি

---

[৩৪] সূরা (২৮) আল-কাসাস : ২৪, ফিরআউনের অত্যাচারে মূসা عليه السلام নিজ এলাকা ছেড়ে মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা দিয়ে পথিমধ্যে একটি গাছের ছায়ায় বসে এ দু'আটি করেছিলেন।

পছন্দ কর। আর তোমার দয়ায় আমাকে তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করে দাও।[৩৫]

ইউনুস (আঃ)-এর দু'আ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

---

[৩৫] সূরা (২৭) আন-নাম্‌ল : ১৯, একবার পয়গাম্বর সুলায়মান عليه السلام তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এক জায়গায় রওয়ানা হয়েছিলেন। তার বাহিনীতে জিন, মানুষ এবং পাখিও ছিল। পথিমধ্যে এ বিরাট বাহিনী দেখে একটি পিঁপড়া তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, হে পিঁপড়ার দল! তোমরা গর্তে ঢুকে পড়। নতুবা তাদের পায়ের তলায় পড়ে পিষ্ট হয়ে যেতে পার। নবী সুলায়মান عليه السلام পিঁপড়ার ভাষা বুঝতেন। তিনি পিঁপড়ার এ কথাটি শুনে মুচকি হাঁসলেন। অতঃপর আল্লাহর কাছে এ দু'আটি করেছিলেন।

২০] (হে আল্লাহ) তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তুমি পবিত্র, তুমি মহান। অবশ্য আমিই সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছিলাম।[৩৬]

---

[৩৬] সূরা (২১) আম্বিয়াঃ ৮৭, কওমের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর গযব আসার আশংকায় নবী ইউনুস ﷺ লোকালয় ছেড়ে সমুদ্রপথে পালিয়ে যাওয়ার সময় তার নৌযানটি হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে যায়। এমতাবস্থায় তারই ইচ্ছায় অন্যান্য আরোহীরা আল্লাহর নবী ইউনূস ﷺ -কে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করে দেয়। অতঃপর বিশাল আকৃতির এক মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। সে সময় তিনি ৩টি গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ভয়াবহ বিপদে পড়ে যান। আর সে তিনটি বিপদ হলো : (১) মাছের পেট, (২) সমুদ্র বক্ষ (৩) এর সাথে আবার রাতের গভীর অন্ধকার। এ ভয়ানক অবস্থায় ইউনুস ﷺ এ দু'আটি করেছিলেন। আর তখন আল্লাহ এ মাছকে নির্দেশ দিলেন- এ বান্দা ইউনুস তোমার রিযিক নয়, তাকে তোমার পেটে বন্দী করে রেখেছি মাত্র। কথিত আছে যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইউনূস পয়গাম্বর মাছের পেটের অন্ধকারে থেকে এ দু'আটি করেছিলেন। শেষে আল্লাহ তার দু'আ কবূল করেন এবং মাছের পেট থেকে বের করে মুক্তি দেন। বিপদে পড়ে

যাকারিয়্যা (আঃ)-এর দু'আ

﴿رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ﴾

২১] হে আমার পরওয়ারদেগার! তোমার কাছ থেকে আমাকে তুমি উত্তম সন্তান-সন্ততি দান কর। নিশ্চয়ই তুমিতো মানুষের ডাক শোনো।[৩৭]

আজও যদি কেউ এভাবে ডাকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

[৩৭] সূরা (৩) আলে ইমরান : ৩৮, শেষ বয়সে যাকারিয়া ﷺ ছিলেন অতিবৃদ্ধ। তার স্ত্রীও ছিল বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা। এ অবস্থায় সন্তান চেয়ে যাকারিয়া ﷺ চুপি চুপি আল্লাহর কাছে এ দু'আটি করেছিলেন। আল্লাহ তার ডাক কবূল করলেন, তাঁকে সন্তান দিলেন। নাম রাখলেন ইয়াহইয়া। পরে আল্লাহ তাকে নবুয়তী দান করলেন। অর্থাৎ পিতাও নবী, পুত্রও নবী দুআর ফলাফল কতইনা চমৎকার। যিনি পরে নাবী হলেন। (ইবনু কাসীর)

رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

২২] হে রব! আমাকে তুমি (নিঃসন্তান অবস্থায়) একাকী করে রেখো না। তুমিতো সর্বোত্তম মালিকানার অধিকারী।[৩৮]

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু'আ

﴿رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيْراً﴾

২৩] হে রব! আমাকে যেখানেই প্রবেশ করাও তা করিও উত্তমভাবে সম্মানের সাথে এবং যেখান

[৩৮] সূরা (২১) আম্বিয়া ঃ ৮৯, বৃদ্ধ বয়সে নিঃসন্তান যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) সন্তান পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে এ দু'আটিও করেছিলেন। এ দু'আটি আল্লাহ তা'আলা কবূল করলেন। তারপরই ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি পরে নাবী হলেন।

থেকে বের কর (সেটা কর) উত্তম ভাবে সম্মানের সাথে। আর তোমার নিকট থেকে আমাকে একটি সাহায্যকারী রাষ্ট্রশক্তি প্রদান কর।[৩৯]

رَبِّ زِدْنِي عِلْماً

২৪] হে আমার রব! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।[৪০]

---

[৩৯] সূরা (১৭) বানী ইসরাঈল : ৮০, মাক্কার কুরাইশ কাফির কর্তৃক হত্যার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ যখন প্রিয় মাতৃভূমি মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় রওয়ানা হন তখন ব্যাথাতুর হৃদয়ে তিনি এ দু'আটি করেছিলেন। দু'আটি কবূল হল। তিনি সসম্মানে মদীনায় আশ্রয় নিলেন এবং আল্লাহ তাকে সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী করে দিলেন। (ইবনে কাসীর)

[৪০] সূরা (২০) তা-হা : ১১৪, আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে এ ভাষায় মুনাজাত করার জন্য তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ - وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ﴾

২৫] হে রব! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি এ থেকেও তোমার নিকট পানাহ চাই যে, শয়তান যেন আমার ধারে কাছেও ঘেঁষতে না পারে।[৪১]

---

[৪১] সূরা (২৩) মু'মিনূনঃ ৯৭-৯৮, চিরশত্রু শয়তানের অনিষ্ট থেকে ঈমান রক্ষার জন্য এ ভাষায় দু'আ করতে আল্লাহ তার নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি একটি ফলপ্রসু দু'আ। এ দু'আর বরকতে শয়তান থেকে মানুষ নিরাপদে থাকতে পারে। এ দু'আটি পড়ে নিদ্রায় যাওয়ার জন্য সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) তার সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ দু'আটি পাঠ করে শয্যায় গেলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কুরআন কারীমে বর্ণিত অন্যান্য দুআ

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

২৬] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।[৪২]

[৪২] সূরা (২) বাকারাহ : ২০১, হজ্জ সংক্রান্ত বিধিবিধানের এক বর্ণনার শেষাংশে এ আয়াতটি এসেছে। যারা শুধুমাত্র দুনিয়ার লোভ লালসা ও সুখের জন্য প্রার্থনা করে থাকে তাদের দু'আ কোন দু'আ নয়। পরকালের কল্যাণ বলতে তারা কিছুই পাবে না। প্রকৃত দু'আ হলো যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ চেয়ে মুনাজাত করে। এ জন্য আল্লাহর ভাষায় আল্লাহ তা'আলা এ দু'আটি নাযিল করেন।

﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا - رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا - رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ - أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾

২৭] হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের রব! পূর্ববর্তীদের উপর যে গুরুদায়িত্ব তুমি অর্পণ করেছিলে সে রকম কোন কঠিন কাজ আমাদেরকে দিও না। হে আমাদের রব! যে কাজ বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই এমন কাজের ভারও তুমি আমাদের দিও না। তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের ক্ষমা কর।

আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি আমাদের মাওলা। অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর।[৪৩]

﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

২৮] হে আমাদের রব! যেহেতু তুমি আমাদেরকে হেদায়াত করেছ, কাজেই এরপর থেকে তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করিও না। তোমার

---

[৪৩] সূরা (২) বাকারাহ : ২৮৬, আসমান ও যমীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ এ দু'আটি সহ সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত লিখে রেখেছিলেন। এটি আরশের নীচে বান্দার জন্য অমূল্য সম্পদ হিসেবে রক্ষিত ছিল যা অন্য কোন নাবীর উম্মাতকে আল্লাহ দেননি (ইবনে কাসীর)। আল্লাহ তা'আলার বান্দারা যদি এমন সুন্দর পরিভাষায় দু'আ মুনাজাত করে থাকে, তাহলে তিনি তা মঞ্জুর করে নেবেন। তাই বান্দাদের কল্যাণে আল্লাহ এমন সুন্দর বাক্য বচন প্রেরণ করেছেন।

পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দাও। তুমিতো মহাদাতা।[৪৪]

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

২৯] 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর'।[৪৫]

---

[৪৪] সূরা (৩) আল ইমরান : ৮, আল্লাহ তা'আলা বলেন যারা প্রকৃত জ্ঞানী কেবল তারাই অতি সহজে আল্লাহর উপদেশাবলী গ্রহণ করে এবং এমন সুন্দর ভাষায় দু'আ করে থাকে।

[৪৫] সূরা (৩) আলে ইমরান : ১৬, এমন একদল লোক আছে যারা আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রতি ঈমান এনেছে। তারা মুত্তাকী। তারা ধৈর্যশীল, অনুগত, দানশীল, রাত জেগে তওবাকারী এবং এভাবে তারা দু'আ করে।

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

৩০] 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, রসূলের আনুগত্য স্বীকার করেছি, সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ কর।'[৪৬]

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

৩১] হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। যেসব কাজে আমাদের সীমালঙ্ঘন

---

[৪৬] সূরা (৩) আল ইমরান : ৫৩, ঈসা عليه السلام'র অনুগত সাথীদেরকে হাওয়ারী বলা হত। তারা এ দু'আটি করেছিলেন।

হয়ে গেছে সেগুলোও তুমি ক্ষমা কর। আর (সৎপথে) তুমি আমাদের কদমকে অটল রেখো এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর।[৪৭]

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

৩২] হে আমাদের রব! (সৃষ্টি জগত)-এর কোন কিছুই তুমি অনর্থক বানিয়ে রাখনি। তোমার সত্তা পবিত্র, তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিস্কৃতি দাও।[৪৮]

---

[৪৭] সূরা (৩) আলে-ইমরান ঃ ১৪৭, পূর্বেকার যামানার নবীগণের অনুসারীদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক এমন একদল আলেম উলামা ছিলেন যারা আল্লাহর কাছে এ মুনাজাতটি করতেন।

[৪৮] সূরা (৩) আলে-ইমরান : ১৯১, যারা উঠা বসা ও শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, মা'বূদের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا - رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾

৩৩] হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর ও আমাদের পাপরাশি মোচন কর এবং পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর।[৪৯]

চিন্তা করে, আর আল্লাহর শিখানো ভাষায় এভাবে মুনাজাত করে তারাই হল জ্ঞানবান লোক।

[৪৯] সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৯৩, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার লোকদের প্রশংসা করে বলেছেন যে, তারা এমন সুন্দর ভাষায় তাদের রবের কাছে দু'আ করে।

﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

৩৪] হে রব! নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তুমি যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা তুমি আমাদেরকে দিয়ে দিও। আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করিও না। তুমিতো ওয়াদার বরখেলাফ কর না।[৫০]

{رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ}

৩৫] হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই তুমি আমাদেরকে সাক্ষীদাতাদের তালিকাভুক্ত কর।[৫১]

---

[৫০] সূরা (৩) আলে-ইমরানঃ ১৯৪, প্রকৃত বুদ্ধিমান লোকেরা এমনভাষায় মুনাজাত করে থাকে।

[৫১] সূরা (৫) মায়েদা : ৮৩, এক বর্ণনায় এসেছে যে, আফ্রিকার আবিসিনিয়া রাজ্য (বর্তমানে ইথিওপিয়ার) তৎকালীন শাসক

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

৩৬] হে রব! আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের সাথী করিও না।[৫২]

নাজ্জাসী একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য। তারা ছিল সবাই খ্রীস্টধর্মের অনুসারী। তাদের মধ্যে ক'জন পাদ্রীও ছিল। রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কণ্ঠে কুরআনের তিলাওয়াত শুনে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় কুরআন শুনে তারা কেঁদেছিলেন এবং চোখ গড়িয়ে তাদের অশ্রু ঝরছিল। এ অশ্রুসিক্ত নয়নে তারা তখন এ দু'আটি করেছিলেন। বলেছিলেন, 'হে আমাদের রব, আমরাতো ঈমান গ্রহণ করলাম। অতএব মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে আমাদের গণ্য করে নাও।

[৫২] সূরা (৭) আল-আ'রাফঃ ৪৭, যাদের নেকী ও বদী সমান সমান হয়ে যাবে তারা পরকালে জান্নাতের 'আরাফ' নামক উঁচু একটি স্থানে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য অপেক্ষায় থাকবে। এটি দোযখ ও বেহেশতের মধ্যবর্তী একটি স্থান। এখান থেকে তারা বেহেশতীদের দৃশ্য দেখতে পাবে। আবার

﴿رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾

৩৭] হে আমাদের রব! তুমি আমাদের যালিম সম্প্রদায়ের অত্যাচারের পাত্র করো না। তোমার রহমত দ্বারা তুমি আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি দাও।[৫৩]

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

৩৮] হে রব! আমার মাতাপিতাকে এমনভাবে রহম কর যেমন ভাবে তারা আমার শিশুকালে

দোযখীদেরও দেখতে পাবে। দোযখীদের কঠিন ও ভয়াবহ আযাব যখনই চোখে পড়বে তখন তারা করুণ আর্তনাদে এ দু'আটি করবে।

[৫৩] সূরা (১০) ইউনুস: ৮৫-৮৬, ফেরআউনের বাহিনীর অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের জন্য মূসা ﷺ'র অনুগত লোকেরা এ দু'আটি করেছিলেন।

আমাকে আদর দিয়েছিল।[৫৪]

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً﴾

৩৯] হে আমাদের রব! তোমার অপার অসীম করুণা থেকে আমাদেরকে রহমত দাও। আমাদের কাজগুলোকে সঠিক ও সহজ করে দাও।[৫৫]

---

[৫৪] সূরা ১৭ বানী ইসরাঈল: ২৪, মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। কিভাবে দু'আ করলে মাতাপিতার প্রতি রহম করা হবে– সে বাক্যটি আল্লাহ নিজেই সাজিয়ে দিয়েছেন। আর এটা হল সেই দু'আ। এমন মধুময় ভাষা ও সুন্দর বাক্যবচনে মাতাপিতার জন্য প্রতিনিয়ত দুআ মুনাজাত করা প্রত্যেক সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

[৫৫] সূরা (১৮) কাহ্ফ ঃ ১০, শেষ নবী ﷺ'র আগমনের পূর্বে (কথিত আছে যে ঈসা عليه السلام'র পরবর্তী যুগে) কয়েকজন যুবক সমাজের ফিতনা ফাসাদ থেকে আত্মরক্ষার্থে লোকালয় ছেড়ে একটা পাহাড়ের গুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আল্লাহ তার অসীম কুদরতে তাদেরকে তিন শ' বছরেরও বেশী সময়

﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

৪০] হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া কর, আর তুমি সর্বশ্রেষ্ট দয়ালু।[৫৬]

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

সেখানে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখেছিলেন। পরে তারা সজাগ হন। ঘুমানোর পূর্বে গুহায় ঢুকেই তারা মা'বুদের কাছে এ দু'আটি করেছিলেন।

[৫৬] সূরা (২৩) মু'মিনুন: ১০৯, দোখবাসীরা জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য বার বার অনুনয় বিনয় করলে, আল্লাহকে বার বার ডাকতে থাকলে জবাবে এ দুআটির উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে বলবেন যে, মু'মিন লোকেরা যখন এ দু'আটি করত তখন তোমরা তাদের সাথে ঠাট্টা ও হাসি তামাশা করতে। অতএব আজ তোমরা এখানেই থাক। দোযখ মুক্তির কোন কথা আজ আমি শুনব না।

৪১] হে আমাদের রব! তুমি আমাদের ক্ষমা কর, দয়া কর। সকল দয়াশীলদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বড় দয়ালু।[৫৭]

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً - إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَّمُقَاماً﴾

৪২] হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিও। এর আযাব তো বড়ই সর্বনাশা। আশ্রয় ও বাসস্থান হিসেবে এটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।[৫৮]

---

[৫৭] সূরা (২৩) মু'মিনূন : ১১৮, মু'মিন ব্যক্তিরা যেন এ পরিভাষায় আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে সেজন্য তিনি তার রাসূলকে এভাবে এ দুআটি শিখিয়ে দেন।

[৫৮] সূরা (২৫) আল-ফুরকান : ৬৫-৬৬, এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করেন। শেষে এভাবে দু'আ করার জন্য বান্দাদেরকে উপদেশ দেন।

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً﴾

৪৩] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান কর যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দাও।[৫৯]

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ- وَأَصْلِحْ لِي فِيْ ذُرِّيَّتِي- إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

---

[৫৯] সূরা (২৫) আল-ফুরকান : ৭৪, একজন মুসলিম বান্দার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং ভাই-বোনেরাও ইবাদাতগোজার বান্দা হওয়া উচিত। আর এমন হলে এর চেয়ে প্রশান্তিদায়ক আর কিছু হতে পারে না। এজন্য এ নিয়ামাত চেয়ে দু'আ করার জন্য কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা এ দু'আটি নাযিল করেন।

৪৪] হে রব! তুমি আমার ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছ আমাকে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার তাওফীক দাও এবং আমাকে এমন সব নেক আমল করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার ছেলে-মেয়ে ও পরবর্তী বংশধরকেও নেককার বানিয়ে দাও। আমিতো তাওবা করলাম, আর আমিতো মুসলমান।[৬০]

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ - رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ

[৬০] সূরা (৪৬) আহকাফ : ১৫, মানুষের বয়স যখন ৪০ এ পৌঁছে তখন যেন বার বার তাওবা ইস্তেগফার করে এবং এ পরিভাষায় দু'আ করে সেজন্য আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য এ দু'আটি নাযিল করেন।

الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ﴾

৪৫] হে আমাদের রব! তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে তুমি বেষ্টন করে রেখেছ। অতএব যারা তাওবা করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর জাহান্নামের আযাব থেকে তুমি তাদেরকে রক্ষা কর।

হে আমাদের রব! আর তুমি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও, যার ওয়াদা তুমি তাদেরকে দিয়েছ। আর তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী, সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক আমল করেছে তাদেরকেও ওদের সাথী করে দিও, নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়।[৬১]

---

[৬১] সূরা (৪০) মুমিন/গাফের : ৭-৮, এমন একদল ফেরেশতা আছে যারা আল্লাহর আরশকে বহন করে আছে। তারা

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

৪৬] হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের আগে যেসব ভাইয়েরা ঈমান এনেছে, তুমি তাদেরও মাফ করে দাও। আর ঈমানদার লোকদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে রব! তুমিতো বড়ই দয়ালু ও মমতাময়ী।[৬২]

ঈমানদার বান্দাদের জন্য সদাসর্বদা এমন সুন্দর বাক্যবচনে দু'আ করে যাচ্ছে।

[৬২] সূরা (৫৯) হাশর ঃ ১০, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারী মুমিনদেরকে মদীনার আনসারগণ কর্তৃক আশ্রয় প্রদান, ইজ্জত ও সম্মান করা এবং তাদের প্রতি অন্তরে কোন প্রকার হিংসা বিদ্বেষ না রেখে দ্বীনী ভাইদের জন্য মদীনার সম্মানিত

﴿رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

৪৭] হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের নূরের বাতিকে পূর্ণতা দান কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর। তুমিতো সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[৬৩]

আনসারগণ এ ভাষাতেই দু'আ করেছিলেন, যেজন্য আল্লাহ নিজেই ঐ আনসারদের প্রশংসা করেছেন।

[৬৩] সূরা (৬৬) তাহরীম : ৮। কিয়ামাতের বিভিষিকাময় দিনে মুনাফিকদের চলার পথের বাতি নিভে যাবে, তখন অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এ ভীতিকর দৃশ্য দেখে মুমিন বান্দারা তখন এ দু'আটি করতে থাকবে। আর তারা পথ চলবে তখন নূরের উজ্জ্বল আলোতে।

اَلدُّعَاءُ فِيْ الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ

হাদীস শরীফে বর্ণিত দুআ

﴿اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾

৪৮] হে আল্লাহ! শান্তির উৎস তুমি। যাবতীয় শান্তি তোমার কাছ থেকেই আসে। হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী! তুমি বরকতময়।[৬৪]

اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

---

[৬৪] মুসলিম ৫০১, ফরজ সলাতের সালামের ফিরানোর পর নাবী ﷺ এ দু'আটিও পড়তেন।

৪৯] হে আল্লাহ! তোমার যিকর করার, তোমার শোকর গোজারী করার এবং উত্তমভাবে তোমার ইবাদাত করতে পারার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য কর।[৬৫]

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

৫০] হে রব! তুমি যেদিন তোমার বান্দাদেরকে হাশরের মাঠে উঠাবে সেদিনকার আযাব হতে আমাকে বাঁচিয়ে দিও।[৬৬]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ

---

[৬৫] আবূ দাউদ ২/৮৬ ১৩০১। ফরয সলাতের সালামের ফিরানোর পর নাবী ﷺ এ দু'আটি পড়তেন।

[৬৬] মুসলিম ৭০৯। ফরয সলাতের সালামের ফিরানোর পর নাবী ﷺ এ দু'আটি পড়তেন।

الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ - اَللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

৫১] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, জাহান্নামের ফিত্না ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে। কবরের ফিতনা ও কবরের ‘আযাব থেকে। আশ্রয় চাচ্ছি, সম্পদের ফিত্না ও দারিদ্রের ফিতনার ক্ষতি থেকে।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মাসীহিদ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধৌত করে দাও। আমার অন্তরকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও। যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে তুমি পরিষ্কার করে থাকো। হে আল্লাহ! থেকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত তুমি যে বিশাল দূরত্ব সৃষ্টি করেছ আমার আমলনামা থেকে আমার গুনাহগুলো ততটুকু দূরে সরিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমার অলসতা, গুনাহ ও ঋণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই।[৬৭]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

[৬৭] বুখারী ও মুসলিম

৫২] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, কঠিন বালা-মুসিবত, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের বিদ্বেষ থেকে।[৬৮]

اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي - وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي - وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي - وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ - وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

৫৩] হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে আমার জন্য সঠিক করে দিও যা কর্মের বন্ধন। দুনিয়াকেও আমার জন্য সঠিক করে দাও যেখানে রয়েছে আমার জীবন যাপন। আমার জন্য আমার পরকালকে

---

[৬৮] বুখারী

পরিশুদ্ধ করে দাও, যা হচ্ছে আমার অনন্তকালের গন্তব্যস্থল। প্রতিটি ভাল কাজে আমার জীবনকে বেশী বেশী কাজে লাগাও এবং সকল অমঙ্গল ও কষ্ট থেকে আমার মৃত্যুকে আরামদায়ক করে দিও।[৬৯]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

৫৪] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত তাকওয়া ও পবিত্র জীবন চাই। আরো চাই যেন কারো কাছে দ্বারস্থ না হই।[৭০]

اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا

---

[৬৯] (মুসলিম ২৭২০)

[৭০] (মুসলিম ২৭২১)

৫৫] হে আল্লাহ! তুমি আমার মনে তাকওয়ার অনুভূতি দাও, আমার মনকে পবিত্র কর, তুমিই তো আত্মার পবিত্রতা দানকারী। তুমিই তো হৃদয়ের মালিক, অভিভাবক ও বন্ধু।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

৫৬] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন 'ইল্‌ম থেকে যে 'ইল্‌ম কোন উপকার দেয় না, এমন হৃদয় থেকে যে হৃদয় বিনম্র হয় না, এমন আত্মা থেকে যে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যে দু'আ কবূল হয় না।[৭১]

---

[৭১] (মুসলিম ২৭২২)

اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِي –

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ

৫৭] হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর। হে আল্লাহ! তোমার নিকট হেদায়াত ও সঠিক পথ কামনা করছি।[৭২]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

৫৮] হে আল্লাহ! তোমার দেয়া নেয়ামাত চলে যাওয়া ও সুস্থতার পরিবর্তন হওয়া থেকে আশ্রয়

---

[৭২] (মুসলিম)

চাই, আশ্রয় চাই তোমার পক্ষ থেকে আকস্মিক গজব আসা ও তোমার সকল অসন্তোষ থেকে।[৭৩]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ - اَللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ، وَانْقِطَاعِ عُمْرِيْ

৫৯] হে আল্লাহ! আমি আমার অতীতের কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যে কাজ আমি করিনি তার অনিষ্টতা থেকেও আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি যখন বার্ধ্যকে উপনীত হবো তখন এবং আমার জীবনাবশানের সময় আমার রিয্ক বাড়িয়ে দিও।[৭৪]

---

[৭৩] মুসলিম

[৭৪] মুসলিম ২৭১৬

৬০] হে আল্লাহ! তোমার রহমত প্রত্যাশা করছি। সুতরাং তুমি আমার নিজের উপর তাৎক্ষণিকভাবে কোন দায়িত্ব অর্পণ করে দিও না। আর আমার সব কিছু তুমি সহীহ শুদ্ধ করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।[৭৫]

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِيْ وَجِلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ

৬১] হে আল্লাহ! কুরআনকে তুমি আমার হৃদয়ের বসন্তকাল বানিয়ে দাও, বানিয়ে দাও আমার অন্তরের নূর এবং কুরআনকে আমার দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দাও।[৭৬]

---

[৭৫] আবূ দাউদ ৫০৯০

[৭৬] মুসনাদ আহমাদ ৩৭০৪

اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

৬২] হে অন্তর পরিবর্তন সাধনকারী রব! আমাদের অন্তরকে তোমার অনুগত্যের দিকে ধাবিত করে দাও।[৭৭]

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

৬৩] হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তুমি তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।[৭৮]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

৬৪] হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি।[৭৯]

---

[৭৭] মুসলিম ২৬৫৪

[৭৮] মুসনাদে আহমাদ ২১৪০

اَللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ

৬৫] হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকল কাজের পরিণতি সুন্দর ও উত্তম করে দাও এবং আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা, অপমান এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিও।[৮০]

رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ - وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ - وَامْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ - وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ - وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ - اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا

---

[৭৯] তিরমিযী ৩৫১৪

[৮০] মুসনাদে আহমাদ ১৭১৭৬

৬৬] হে আমার রব! তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরোধিতা করার জন্য কাউকে সাহায্য করো না। আমাকে সহায়তা কর, আমার বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার জন্য কাউকে সহায়তা করো না। আমাকে কৌশল শিখিয়ে দাও, আমার বিপক্ষে কাউকে চক্রান্ত করতে দিও না। আমাকে হেদায়ত দাও, হেদায়তের পথ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে, তার মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য কর। আমাকে তোমার অধিক শুকরগুজার, যিক্‌রকারী বান্দা বানিয়ে দাও। তাওফিক দাও যাতে তোমাকে অধিক ভয় করি। তোমার আনুগত্য করি। তাওফিক দাও যাতে আমি তোমার প্রতি বিনয়ী হই, তাওবাকারী বান্দা হই।

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ - وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ -
وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ - وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ - وَاهْدِ قَلْبِيْ -
وَسَدِّدْ لِسَانِيْ - وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِيْ

৬৭] হে আমার রব! তুমি আমার তাওবা কবূল কর। আমার অপরাধটুকু ধুয়ে ফেল। আমার দু'আ কবূল কর। আমার যুক্তিগুলো অকাট্য করে দাও। আর অন্তরকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত কর, আমার ভাষাকে সঠিক করে দাও এবং আমার কলব থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দাও।[৮১]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ

৬৮] হে আল্লাহ! আমার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির অনিষ্টতা, আমার জিহ্বা ও অন্তরের অনিষ্টতা এবং আমার প্রজন্মের অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।[৮২]

---

[৮১] আবূ দাউদ ১৫১০

[৮২] (আবূ দাউদ ১৫৫১)

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئْ الأَسْقَامِ

৬৯] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট শ্বেতরোগ, পাগলামি ও কুষ্ঠ রোগসহ সকল জটিল রোগ থেকে আশ্রয় চাই।[৮৩]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ والأَدْوَاءِ

৭০] হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অসৎ চরিত্র, অপকর্ম, কুপ্রবৃত্তি ও রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় চাই।[৮৪]

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

---

৮৩ (আবূ দাউদ ১৫৫৪)

৮৪ (জামেউস সগীর ১২৯৮, তিরমিযী ৩৫৯১)

৭১] হে আল্লাহ! তুমিতো ক্ষমার ভাণ্ডার, ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর। কাজেই আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।[৮৫]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ – وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ

৭২] হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসা আমি চাই, যারা তোমাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসাও চাই এবং এমন আমলের ভালবাসা আমি চাই, যে আমল আমাকে তোমার ভালবাসার নিকট পৌঁছে দেবে।[৮৬]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ- وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ –

---

[৮৫] তিরমিযী ৩৫১৩

[৮৬] আহমাদ ২১৬০৪

৭৩] হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখিরাতের আমার জানা অজানা যত কল্যাণ ও নেয়ামাত তোমার কাছে আছে তা সবই আমি চাই। দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জানা-অজানা সকল অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।[৮৭]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ – وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ – وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْرًا

৭৪] হে আল্লাহ! আমি তো বেহেশতে যেতে চাই। আর এমন কথা বলতে ও কাজ করতে চাই যা সহজেই আমাকে বেহেশতে পৌঁছে দেবে। হে আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন থেকে তোমার নিকট

[৮৭] ইবনু মাজাহ ৩৮৪৬

আশ্রয় চাই এবং যে কথা ও কাজ মানুষকে জাহান্নামবাসী করে সেগুলো থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আর প্রতিটি কাজের বিচারে আমার জন্য কল্যাণকর ফায়সালা করে দিও।[৮৮]

اَللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ بِالإِسْلاَمِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِيْ بِالإِسلاَمِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِيْ بِالإِسْلاَمِ رَاقِدًا وَلاَ تشمت بِيْ عَدُوًّا وَلاَ حَاسِدًا

৭৫] হে আল্লাহ! দাঁড়ানো অবস্থায় বসা ও শোয়া অবস্থায় ইসলামের ছায়াতলে আমাকে হেফাযতে রেখো। আমার বিপদে শত্রুকে আনন্দ করার সুযোগ দিও না। শত্রুকে আমার বিপক্ষে হিংসুটে হতে দিও না।[৮৯]

---

[৮৮] ইবনে মাজাহ ৩৮৪৬

[৮৯] হাকিম ১৮৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৯৩৬

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ

৭৬] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐ সব কল্যাণের প্রার্থনা করছি, যেসব কল্যাণের ভাণ্ডার তোমার হাতে রয়েছে। সেসব অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা তোমার হাতে স্তুপিকৃত।[৯০]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ – وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْزَلِ الْعُمُرِ – وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

৭৭] হে আল্লাহ! আমি যেন কৃপণ ও কাপুরুষ না হই সেজন্য আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

---

[৯০] (সহীহ আল-জামেউস সগীর ১২৬০)

তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব হতে।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

৭৮] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে। আশ্রয় চাই তোমার নিকট কবরের আযাব ও জীবন মরণের ফিতনা থেকে।[৯১]

اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ

---

[৯১] বুখারী ৬৩৬৭ ও মুসলিম ২৭০৬

৭৯] হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার উপরই ভরসা করেছি। আর তোমার নিকটই ফায়সালা চেয়েছি। (বুখারী ৭৪৪২)

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ

৮০] হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের আশ্রয় চাচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি চিরস্থায়ী, যাঁর কোন মৃত্যু নেই। আর জ্বিন ও মানব সবাইতো মরে যাবে।[৯২]

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا رَزَقْتَنِيْ

[৯২] (বুখারী ৭৪৪২ ও ৭৩৮৩)

৮১] হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও, আমার ঘরে প্রশস্ততা দান কর এবং আমার রিযিকে বরকত দাও।[৯৩]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا إِلاَّ أَنْتَ

৮২] হে আল্লাহ! তোমার নিকট অনুগ্রহ ও দয়া চাই। কারণ অনুগ্রহ ও দয়ার মালিক তুমি ছাড়া কেউ না।[৯৪]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ - وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

৮৩] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাই। কারণ এটা নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী।

---

[৯৩] (তিরমিযী ৩৫০০ হাসান)

[৯৪] (তাবারানী ১০২২৬)

খেয়ানত থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই। কারণ এটা নিকৃষ্ট বন্ধু।[৯৫]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُبِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

৮৪] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দারিদ্র্য, স্বল্পতা, হীনতা থেকে আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই যালিম ও মাযলুম হওয়া থেকে।[৯৬]

٦٥- اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُبِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمَقَامَةِ

---

[৯৫] (আবূ দাঊদ ৫৪৬)

[৯৬] (ইবনু মাজাহ ৩৩৪৫, আবূ দাঊদ ১৩২৩)

৮৫] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই খারাপ দিন, খারাপ রাত, বিপদ মুহূর্ত, অসৎসঙ্গী এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী খারাপ প্রতিবেশী থেকে।[৯৭]

اَللَّهُمَّ فَقِّهْنِيْ فِي الدِّيْنِ

৮৬] হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের পাণ্ডিত্য দান কর।[৯৮]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

৮৭] হে আল্লাহ! জেনে বুঝে তোমার সাথে শির্ক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর

---

97 (সহীহ জামেউস সগীর ১২৯৯)

98 (বুখারী- ফাতহুলবারী, মুসলিম)

যদি অজান্তে শির্ক করে থাকি, তাহলে তোমার নিকট ক্ষমা চাই।[৯৯]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

৮৮] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী ‘ইল্‌ম, পবিত্র রিযিক এবং কবূল আমলের প্রার্থনা করছি।[১০০]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ.

৮৯] হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি উপকারী ইলম চাই এবং এমন ইলম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না।[১০১]

---

[৯৯] (মুসনাদে আহমদ)

[১০০] (ইবনে মাজাহ)

رَبِّ اغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

৯০] হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার তাওবা কবূল কর। নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী ও অতিশয় ক্ষমাশীল।[১০২]

اَللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا- اَللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ- اَللَّهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ

৯১। হে আল্লাহ! আমাকে যাবতীয় গোনাহ ও ভুলভ্রান্তি থেকে পবিত্র কর। হে আল্লাহ! আমাকে গোনাহ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন কর যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়।

---

[১০১] (ইবনে মাজাহ ৩৮৪৩)

[১০২] (আবূ দাউদ, তিরমিযী ৩৪৩৪)

হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, শীতল ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র কর।[১০৩]

اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৯২] হে আল্লাহ! হে জিব্রাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের রব! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।[১০৪]

اَللَّهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ.

---

[১০৩] (নাসাঈ ৪০২)

[১০৪] (নাসাঈ ৫৫১৯)

৯৩] হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে হেদায়েতের অনুপ্রেরণা দান কর। আমার অন্তরের অনিষ্টতা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখো।[১০৫]

اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيرًا

৯৪] হে আল্লাহ! আমার হিসাবকে তুমি সহজ করে দাও।[১০৬]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لاَ يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَعْلٰى جَنَّةِ الْخُلْدِ

৯৫] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন ঈমানের প্রার্থনা করছি, যে ঈমান হবে দৃঢ় ও মজবুত, যা নড়বড়ে হবে না, চাই এমন নেয়ামত যা ফুরিয়ে

---

[১০৫] (ইবনে মাজাহ ৩৪৮৩)

[১০৬] (মিশকাত ৫৫৬২)

যাবে না এবং চিরস্থায়ী সুউচ্চ জান্নাতে নবী মুহম্মাদ ﷺ-এর সাথে থাকার তাওফীক আমাকে দিও।[১০৭]

اَللّٰهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي وَاعْزِمْ لِيْ عَلٰى أَرْشَدِ أَمْرِي- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ

৯৬] হে আল্লাহ! আমাকে আমার আত্মার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা কর। পথনির্দেশপূর্ণ কাজে আমাকে তুমি দৃঢ় রাখ। হে আল্লাহ! যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি আমি গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি, ভুলে করেছি, ইচ্ছা কতভাবে করেছি, যা কিছু জেনে করেছি এবং না জেনেও যা করেছি– এসব অপরাধ আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।[১০৮]

---

[১০৭] (ইবনে হিব্বান)

[১০৮] (হাকিম)

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

৯৭] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঋণের বোঝা, শত্রুর বিজয় এবং দুশমনদের আনন্দ উল্লাস থেকে পানাহ চাই।[১০৯]

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৯৮] হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে হেদায়েত দান কর, আমাকে রিযিক দান কর, আমাকে নিরাপদে রাখ, কিয়ামাতের দিনের সংকীর্ণ অবস্থান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[১১০]

---

[১০৯] (নাসায়ী ৫৪৭৫)
[১১০] (নাসায়ী ১৬১৭)

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

৯৯] হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ তোমার কাছে যেসব কল্যাণকর জিনিস চেয়েছিলেন সেগুলো আমাকেও তুমি দাও। আর তোমার নিকট ঐ সব অমঙ্গল-অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যে অমঙ্গল থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ আশ্রয় চেয়েছিলেন। সাহায্য চাওয়ার জায়গা তো শুধু তুমি এবং সবকিছু পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তোমার। তুমি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন নেক কাজ করা কিংবা গুনাহ করার কোন শক্তি নেই।[১১১]

[১১১] (তিরমিযী হাসান গরীব ৩৫২১, দুর্বল, আলবানী)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ - وَثَبِّتْنِيْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِيْ وَحَقِّقْ إِيْمَانِيْ وَارْفَعْ دَرَجَاتِيْ وَتَقَبَّلْ صَلَاتِيْ وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِيْ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ

১০০] হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি উত্তম প্রার্থনা, উত্তম দু'আ, উত্তম সফলতা, উত্তম আমল, উত্তম সাওয়াব, উত্তম জীবন ও উত্তম মৃত্যু কামনা করছি। আমাকে তুমি অটল অবিচল রাখ। আমার আমলনামা ভারী করে দাও, আমার ঈমানকে সুদৃঢ় কর, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। আমার সলাত কবূল কর এবং আমার গুনাহ ক্ষমা কর। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আমাকে অধিষ্ঠিত কর।

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِيْنَ

১০১] হে আল্লাহ! আমি চাই কল্যাণ দিয়ে প্রারম্ভ কল্যাণের মাধ্যমে সমাপনী। চাই পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ, চাই শুরুতে কল্যাণ, শেষে কল্যাণ, প্রকাশ্যে কল্যাণ, গোপনেও কল্যাণ। চাই জান্নাতে সর্বোচ্চ আসন। আমীন!

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِي وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِيْن

১০২] হে আল্লাহ! আমি চাই যা উপস্থিত করছি এর কল্যাণ, চাই আমার কর্মের শুভ পরিণতি,

চাই আমলের শুভ প্রতিফল। আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুর কল্যাণসহ জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা তোমার কাছে চাই। আমীন!

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ وَتَضَعَ وِزْرِيْ وَتُصْلِحَ أَمْرِيْ وَتَطْهَرْ قَلْبِيْ وَتَحْصِنَ فَرْجِيْ وَتُنَوِّرَ قَلْبِيْ وَتَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ

১০৩] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার মর্যাদা বুলন্দ কর, আমার গোনাহর বোঝা সরিয়ে নাও। আমার সবকিছু ঠিক করে দাও, আমার অন্তরকে পবিত্র কর, আমার লজ্জাস্থানকে হেফাযাত কর, আমার অন্তরকে আলোকিত কর, আমার গুনাহ্ ক্ষমা কর। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আমাকে অধিষ্ঠিত কর।

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ فِيْ نَفْسِيْ وَفِيْ قَلْبِيْ وَفِيْ سَمْعِيْ وَفِيْ بَصَرِيْ وَفِيْ رُوْحِيْ وَفِيْ خَلْقِيْ وَفِيْ خُلُقِيْ وَفِيْ أَهْلِيْ وَفِيْ مَحْيَايَ وَفِيْ مَمَاتِيْ وَفِيْ عَمَلِيْ فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِيْ وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِيْنْ

১০৪] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, আমার নিজেকে ও আমার কলবে, আমার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিতে বরকত দান কর। বরকত দান কর আমার রুহে ও আকৃতিতে, আমার চরিত্রে ও আমার পরিবারে, আমার জীবনে ও মৃত্যুতে এবং আমার আমলে। আমার নেক আমল কবূল কর। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে তুমি আমাকে অধিষ্ঠিত করিও। আমীন!

اَللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ.

১০৫] হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতি ও অবয়বকে সুন্দর করেছ। অতএব আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।[১১২]

اَللَّهُمَّ ثَبِّتْنِيْ وَاجْعَلْنِيْ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

১০৬] হে আল্লাহ! (ঈমানের উপর) তুমি আমাকে অটল-অবিচল রাখ এবং আমাকে পথপ্রদর্শক ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হিসেবে গ্রহণ করে নাও।[১১৩]

اَللَّهُمَّ آتِنِيْ الْحِكْمَةَ الَّتِيْ مَنْ أُوْتِيْهَا فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْراً.

---

[১১২] (জামে সগীর ১৩০৭)

[১১৩] (বুখারী- ফাতহুল বারী)

১০৭] হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেকমত দান কর। যাকে তুমি হেকমত দান করেছ, তাকে অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে। আমীন!

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ هَزْلِيْ وَجِدِّيْ وَخَطَايَايَ وَعَمْدِيْ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِيْ

১০৮] হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহগুলো মাফ করে দাও। অজ্ঞতাবশতঃ ভুল ও কোন কাজে বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে তাও ক্ষমা করে দাও, আমার ঐ ভুলগুলিও ক্ষমা করে দাও, যেগুলি সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে সর্বাধিক অবগত।

হে আল্লাহ! যে পাপগুলি আমি অবহেলায় ও নিজের ইচ্ছায় করে ফেলেছি তার সবই তুমি মাফ

করে দাও। আমার ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় ও ভুলে হয়ে যাওয়া সব গুনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও।[১১৪]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ

১০৯] হে আল্লাহ! আমার জানা ও অজানা সব অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ أَعُوذُبِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الْأَرْبَعِ

১১০] হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, এমন কঠিন অন্তর থেকে যে অন্তরে তোমার ভয় নেই, এমন দু'আ থেকে যা তুমি কবুল কর না,

---

[১১৪] বুখারী ৫৯২০।

এমন নফস থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না। এমন বিদ্যা থেকে যার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, এমন চারটি বস্তু থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।[১১৫]

اَللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ

১১১] হে আল্লাহ! তোমার গায়েবী ইলম এবং সৃষ্টি জগতে তোমার কুদরতী শক্তির উসিলা দিয়ে তোমার কাছে নিবেদন করছি–যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর তত দিন আমাকে বাঁচিয়ে রেখ, যখন মৃত্যুবরণ করলে আমার জন্য ভাল হয় তখনই আমাকে মৃত্যু দিও।

---

[১১৫] তিরমিযী ৩৪০৪।

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ- وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى- وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ- وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ

১১২] হে আল্লাহ! আমি আরো চাই, গোপন ও প্রকাশ্যে যেন আমার অন্তরে তোমার ভয় থাকে। সন্তুষ্ট ও রাগান্বিত উভয় মুহূর্তে যেন হক কথা বলতে পারি। আমি যেন প্রাচুর্য ও দরিদ্রতা এ দুয়ের মাঝখানে মধ্যম পন্থায় জীবন যাপন করতে পারি। আমি এমন নেয়ামত চাই যা কোনদিন শেষ হওয়ার নয়। আমি চাই, এমন চক্ষু শীতলকারী বস্তু যা কোনদিন বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

اَللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

১১৩] হে আল্লাহ! ঈমানের সৌন্দর্যে আমাদেরকে সুন্দর করে তুলো, আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখাও এবং হেদায়াতের পথে রাখ।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى- وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ-

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ- وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ- وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ- وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ- اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ

১১৪] হে আকাশসমূহের রব! পৃথিবীর রব, আরশে আযীমের রব, আমাদের রব, সবকিছুর রব, শস্যবীজ ও গাছের অঙ্কুর উদ্গামনকারী কুদরতওয়ালা হে আল্লাহ! তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী হে আল্লাহ"! সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যাদের কপালের কেশগুচ্ছ তোমারই মুঠোর মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কোন কিছুই নেই। তুমি অনন্ত, তোমার পরে কিছুই নেই। তুমি প্রকাশ্য, এর উপর কিছুই নেই। তুমি গোপন, এর নীচে কিছুই নেই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও, দারিদ্র থেকে মুক্ত করে স্বাচ্ছন্দ দাও।[১১৬]

اَللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي

---

[১১৬] মুসলিম ৪৮৮৮।

১১৫] হে আল্লাহ! আমার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিকে আমাকে উপভোগ করতে দিও এবং এগুলোকে আমার কাছ থেকে পরবর্তীদের জন্য উত্তরাধিকার করে দিও। কেউ আমার প্রতি যুলম করলে তার বিপক্ষে তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং আমার হক তাদের কাছ থেকে তুমি আদায় করে দিও।[১১৭]

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

---

[১১৭] সিলসিলা সহীহাহ আলবানী ৩১৭১, জামেউস সগীর ১৩১০

১১৬] হে আল্লাহ! তুমি তো আমার রব, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা, তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকার অনুযায়ী তোমার পথে সাধ্যমত আছি। যা কিছু করেছি এগুলোর অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমাকে দেয়া তোমার নিয়ামাতের কথা আমি স্বীকার করছি। আমার অনেক গুনাহ আছে সে স্বীকারোক্তিও দিচ্ছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।[১১৮]

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَا شَرَّ الأَشْرَارِ وَكَيْدَ الْفُجَّارِ
وَشَرَّ كُلِّ طَارِقٍ يَطْرُقُ إِلاَّ طَارِقٌ يَطْرُقُ بِخَيْرٍ
يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ

---

[১১৮] বুখারী ৫৮৩১।

১১৭] হে আল্লাহ! অনিষ্টকারী অনিষ্ট ও পাপিষ্টের চক্রান্ত থেকে আমাকে রক্ষা কর, মন্দ জিনিষের ক্ষতি থেকে আমাকে হিফাযতে রাখ এবং উত্তম জিনিষের কল্যাণ আমাকে দান কর, হে মহা ক্ষমাশীল পরাক্রমশালী আমার আল্লাহ।

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ - اَللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلاَ هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ وَلاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلاَ مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ

১১৮] হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। হে আল্লাহ! তুমি যাকে সবকিছু উন্মুক্ত করে দাও তা বন্ধ করার শক্তি কারো নেই। আর তুমি যার পথ রুদ্ধ করে দাও তা খুলে দেয়ার শক্তি কারো

নেই। তুমি যাকে গোমরাহ করে দাও তাকে হেদায়াত করার কেউ নেই, আর তুমি হেদায়েত করলে তাকে বিপথগামী করারও কেউ নেই। তুমি যাকে বঞ্চিত কর, তাকে দেয়ার মত কেউ নেই, আর যাকে তুমি দিতে চাও তাকে কেউ রুখতে পারে না। যাকে তুমি দূরে সরিয়ে রেখেছ তাকে কাছে আনার কেউ নেই, আর যাকে তোমার নৈকট্য দান করেছ তাকে দূরে সরানোর কেউ নেই।

اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ

وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ

১১৯] হে আমার মহান আল্লাহ! তোমার সীমাহীন বরকত, রহমত, করুণা ও রিযিকের ভাণ্ডার আমাদের জন্য খুলে দাও।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لاَ يَحُولُ وَلاَ يَزُولُ

১২০] হে আল্লাহ! আমি চাই আমার প্রতি তোমার নিয়ামতগুলো চিরস্থায়ী করে দাও, যা কোন দিন পরিবর্তন হবে না, বিলিন হয়ে যাবে না।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ

১২১] হে আল্লাহ! অভাবের দিনে তুমি আমাকে স্বাচ্ছন্দে রেখ, এবং বিপদমুহূর্তে আমাকে তুমি নিরাপদের রেখ।

اَللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ

১২২] হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা দিয়েছে এবং যা দাওনি এর উভয়ের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ الرَّاشِدِينَ

১২৩] হে আল্লাহ! ঈমানের প্রতি আমাদের মহব্বত সৃষ্টি করে দাও এবং ঈমান দ্বারা আমাদের কলবগলোকে সজ্জিত করে দাও। আর কুফরী, ফাসেকী ও পাপাচারের প্রতি আমাদের ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও এবং হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের সাথে আমাদের শামিল করে দাও।

اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ

১২৪] হে আল্লাহ! মৃত্যুর সময় আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় ঈমানের সাথে মউত নসীব কর। আর যত দিন বাঁচিয়ে রাখ ততদিন মুসলমান অবস্থায় বাচিয়ে রাখ সর্বাবস্থায় নেককার লোকদের সাথী করে রাখ এবং দয়া করে আমাদেরকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ফিতনা-ফাসাদের মধ্যে ফেলে দিও না।[১১৯]

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ

১২৫] হে আল্লাহ! আজকের দিনের কল্যাণ আমাকে দান কর এবং পরবর্তীতে যতদিন আসতে থাকবে সে দিনগুলোর কল্যাণও আমাকে দিও।[১২০]

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

---

[১১৯] আদাবুল মুফরাদ ৬৯৯

[১২০] মুজামু কাবীর তাবারানী ১১৫৫

১২৬] হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আজকের দিনের সকল কল্যাণ লাভের জন্য নিবেদন করছি। চাই এ দিনের বিজয়, সাহায্য, নূর, বরকত ও হেদায়াত। আশ্রয় চাই এগুলোর অকল্যাণ থেকে এবং এর পরবর্তী দিনগুলোর অমঙ্গল ও অনিষ্ট হতে।[১২১]

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ - عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ - رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ - أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ - وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

---

[১২১] জামেউস সগীর ৩৫২

১২৭] হে আকাশ-মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকারী, গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুতেই মহাজ্ঞানী, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। তুমিতো সবকিছুর প্রতিপালক ক্ষমতাধর অধিপতি। অতএব আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই– আমার নিজের অনিষ্ট হতে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও শির্ক হতে। আমি আমার নিজের ক্ষতি করা এবং অন্য মুসলিম ভাইয়ের ক্ষতি করা থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় চাই।[১২২]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ

১২৮] হে আল্লাহ! আমার ধর্মীয় ও দুনিয়াদারী জীবনযাপন, আহল পরিবার ও মাল-সম্পদের সাথে

[১২২] তিরমিযী ৩৪৫২

আমার কৃত কর্মে তোমার কাছে আমি ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই।[১২৩]

اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِينِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ - وَأَعُوذُ بِكَ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

১২৯] হে আল্লাহ! আমার সকল দোষ-ত্রুটি তুমি গোপন করে রাখ এবং সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ। হে আল্লাহ! আমার সামনে, পিছনে, ডানে, বামে ও উপর থেকে আগত সকল বিপদ থেকে আমাকে হেফাযতে রেখো। তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে আশ্রয় চাই- তলদেশ থেকে আগত মাটি ধ্বসে

---

[১২৩] আবূ দাউদ ৫০৭৪

আকস্মিক মৃত্যু থেকে আমাকে তুমি হেফাযতে রেখো।[১২৪]

اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ - اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ - اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِي بَصَرِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

১৩০] হে আল্লাহ! আমার স্বাস্থ্যকে তুমি সুস্থ রাখ, আমার শ্রবণ শক্তি সুস্থ রেখো, আমার দৃষ্টি শক্তিও সুস্থ রেখো, তুমি ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।[১২৫] (৩ বার)

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ- اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ (تُعِيدُهَا ثَلاَثًا)

---

[১২৪] আবূ দাউদ ৫০৭৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৭১

[১২৫] আবূ দাউদ ৫০৯০

১৩১] হে আল্লাহ! কুফ্‌রী আকীদা ও কাজকর্ম, দারিদ্রের কষাঘাত ও কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।[১২৬]

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ، يَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْلِيْ شَأْنِيْ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

১৩২] হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! আসমান ও যমীন সৃষ্টিকারী হে পরওয়ারদিগার! হে মহাসম্মানিত রব, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তোমার রহমতের উসীলায় তোমার কাছে আমি সাহায্য চাই। আমার জীবনের সবকিছুকে তুমি শুদ্ধ করে

[১২৬] আবূ দাউদ ৫০৯০

দাও। এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের যিম্মায় ছেড়ে দিও না।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ - وَأَعُوذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

১৩৩] হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে। আশ্রয় চাই কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে। তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই ঋণের অভিশাপ ও দুষ্ট লোকদের অনিষ্ট থেকে।[১২৭]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ

---

[১২৭] বুখারী ৬৩৬৩

১৩৪] হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[১২৮]

اَللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ - وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْأَخْلاَقِ - لاَ يَقِي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ

১৩৫] হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সর্বোত্তম কাজ এবং সর্বোত্তম চরিত্র দান কর, সর্বোত্তম আমল ও চরিত্রের পথ তুমি ছাড়া কেউ দেখাতে পারে না। আর সকল প্রকার মন্দ কাজ ও চরিত্রহীন হওয়া থেকে তুমি আমাকে হেফাযাতে রেখ, খারাবী থেকে তুমি ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারে না।[১২৯]

---

[১২৮] বুখারী ৬৩৭৪

[১২৯] নাসায়ী ৮৯৬

اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

১৩৬] হে আল্লাহ! আমার কাছে আমার দ্বীনকে গ্রহণযোগ্য ও উপযোগী করে দাও, আমার বাসস্থানকে প্রশস্ত করে দাও এবং আমার রুযীতে বরকত দাও।

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ - وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ - وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الأَسْقَامِ

১৩৭] হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, অতি বার্ধ্যক্য, কঠিন হৃদয়, উদাসীনতা, বেইজ্জতী হওয়া ও অভাব অনটন থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই এবং আরো আশ্রয় চাই চরম দরিদ্রতা, কুফরী, শির্কী, মুনাফেকী, নিজের জাহেরীভাব প্রকাশ ও লোক দেখানো আমল থেকে। মাবুদ! তোমার কাছে আশ্রয় চাই বোবা হওয়া, কানে না শুনা ও পাগলামী, শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ ও অন্যান্য যাবতীয় খারাপ রোগ থেকে।[১৩০]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ - وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ

---

[১৩০] ইবনে হিব্বান ১০২৩

عِنْدَ الْمَوْتِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا،

وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ طَمْعٍ يَهْدِيْ إِلٰى طَبْعٍ

১৩৮] হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে উপর থেকে গড়িয়ে পড়া থেকে, আশ্রয় চাই মাটি ধ্বসে পড়া থেকে, পানিতে ডুবে যাওয়া, আগুনে পুড়া ও অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে। মৃত্যুর সময় শয়তানের আক্রমন থেকে বেঁচে থাকার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় চাই। সাপ বিচ্ছুর মত হিংস্র প্রাণীর কামড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। তোমার নিকট আরো আশ্রয় চাই আমার এমন কামনা বাসনা থেকে যার পরিণতিতে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ

وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ - وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ

وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا- وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ [إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ]

১৩৯] হে আল্লাহ! দ্বীনের উপর অটল থাকার শক্তি ভিক্ষা চাই। তোমার কাছে চাই হেদায়াতের উপর দৃঢ় থাকার শক্ত মানসিকতা চাই তোমার নেয়ামাতের সার্বক্ষণিক শোকর গোজারী করতে, চাই তোমার উত্তম ইবাদাত। হে আল্লাহ, আমি চাই বিশুদ্ধ কলব, সত্য কথার জিহ্বা। তোমার অবগতির ভাণ্ডারে যত কল্যাণ আছে আমি তা তোমার কাছে চাই। যত অকল্যাণ আছে তোমার ইলমের দরীয়ায় তা থেকে আশ্রয় চাই। সকল অমঙ্গল থেকে তোমার

নিকট তাওবা করছি, কেননা গায়েবের বিষয়ে তুমি তো মহাজ্ঞানী।[১৩১]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِيْ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ

১৪০] হে আল্লাহ! সকল প্রকার ভাল কাজ করার তাওফীক আমাকে দাও, যাবতীয় মন্দকাজ থেকে আমাকে বিরত রাখ এবং গরীব মিসকিনদের প্রতি আমার অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও। আমাকে তুমি মাফ করে দাও আমার প্রতি রহম কর। কখনো যদি তুমি তোমার বান্দাদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাও তাহলে আমাকে ফিতনায় না

[১৩১] নাসাঈ ১২৮৭, আহমাদ ১৬৪৯১।

ফেলে সহীহ সালামতে মৃত্যু দান করে তোমার সান্নিধ্যে নিয়ে যেও।[১৩২]

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنِيْ إِلَيْكَ وَإِلٰى مَلاَئِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَجَمِيْعِ خَلْقِكَ

১৪১] হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তোমার মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও তোমার ফেরেশতাকুল, নবী রসুলগণ ও তোমার সকল সৃষ্টিবীবের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ وَوَلَدِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَاْ

১৪২] হে আল্লাহ! তোমার প্রতি আমার মহব্বত এত বেশী প্রিয় করে দাও, যা হবে আমার পরিবার, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির প্রতি ভালবাসার চেয়েও

---

১৩২ তিরমিযী ৩১৫৯।

বেশী এবং যা হবে পিপাসার্ত অবস্থায় ঠাণ্ডা পানির চাহিদার চেয়েও বেশী প্রিয় ।

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِـمَهُ ، وَخَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ لِقَائِكَ

১৪৩] হে আল্লাহ! আমার হায়াতের শেষ দিনগুলো উত্তম করে দিও, সর্বশেষ আমালগুলোও উত্তম করে দিও এবং তোমার সাথে যেদিন আমার সাক্ষাত হবে সে সময়টাকে সর্বোত্তম দিন বানিয়ে দিও ।[১৩৩]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيْشَةً نَقِيَّـةً، وَمِيْتَـةً سَوِيَّةً، وَمَرَدًّ غَيْرَ مُخْزِي وَلاَ فَاضِحٍ

[১৩৩] মুজামুল আওসাত ৯৪১১

১৪৪] হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই পুত-পবিত্র জীবন-যাপন, সহীহ-সালামতে মৃত্যুবরণ এবং হাশরের মাঠে বেইজ্জতী ও লাঞ্ছনাবিহীন উপস্থিতি।[১৩৪]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِيْ وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِيْ وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ

১৪৫] হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন রহমত কামনা করি যা আমার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করবে, আমার কর্মকাণ্ডকে সুশৃঙ্খলিত

---

[১৩৪] মুসতাদরাক হাকেম ১৯৮৬
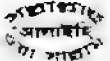
করবে, আমার বিক্ষিপ্ত জীবনকে সুবিন্যস্ত করবে, আমার গোপন কাজকর্মকে সংশোধন করবে, আমার দৃশ্যমান কর্মকে সমুন্নত করবে, আমার চেহারাকে উজ্জ্বল করবে, আমার আমলকে পরিশুদ্ধ করবে, আমাকে সঠিক পথে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করবে, আমার হারানো মহব্বত ফিরিয়ে দেবে এবং আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে।[১৩৫]

اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ إِيمَانًا وَّيَقِينًا لَّيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

১৪৬] হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সত্যিকার ঈমান দান কর এবং দিলের মধ্যে এমন দৃঢ় একীন পয়দা করে দাও, যার পর আর কখনো কুফ্‌রী করব

---

[১৩৫] তিরমিযী ৩৩৪১।

না। আর এমন রহমত আমাকে দাও, যার বদৌলতে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার পক্ষ থেকে সম্মানের আসন পেতে পারি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ

হে আল্লাহ! প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত কর।

সালাতের ভিতরে ও বাহিরে পঠিত দু'আ, যিক্‌র ও তাস্‌বীহ্‌

ছানা হিসেবে পঠিত দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ- اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ
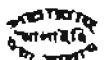
১৪৭] হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেরূপ দূরত্ব তুমি সৃষ্টি করেছ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন কর, যেরূপ

পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহ ধুয়ে ফেল পানি, বরফ ও ঠাণ্ডা শিশির দিয়ে।[১৩৬]

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

১৪৮] হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং তোমারই প্রশংসা করি, তোমার নাম বড়ই বরকতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।[১৩৭]

---

[১৩৬] বুখারী ৭৪৪, মুসলিম ৫৯৮- সালাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা বাধার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সানা হিসেবে এ দু'আটি পড়তেন।

[১৩৭] আবূ দাঊদ- ৭৭৬, এটি আরেকটি সানা। মাঝে মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সানাটিও পড়তেন।
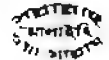
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

১৪৯] আমি একান্ত অনুগত মুসলিম হিসেবে আমার মুখমণ্ডলকে ঐ আল্লাহর দিকে রুজু করলাম যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশ্‌রিকদের দলের মধ্যে নেই।[১৩৮]

রুকুর দু'আ

সাধারণত আমরা রুকুতে একটি দুআই সদাসর্বদা পড়ে থাকি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন

[১৩৮] মুসলিম, সালাতে রসূলুল্লাহ ﷺ বদলিয়ে বদলিয়ে একেক সময় একেক সানা পড়তেন। এ সানাটিও তিনি কখনো কখনো পড়েছেন। কেউ কেউ এটা নিয়ত করার আগে পড়ে। তবে বিশুদ্ধ হল নিয়ত করার পর তাকবীরে তাহরীমাা বেঁধে এটা পড়বে। এ সানাটি পড়লে আর সুবহানাকা .... পড়তে হয়না।

সময় রুকুর তাস্‌বীহ্‌গুলো বদলিয়ে বদলিয়ে পড়তেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পঠিত রুকুর কয়েকটি তাস্‌বীহ্‌ নীচে দেয়া হল। এগুলো নিম্নে কমপক্ষে ১ বার পড়তে হয়।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ

১৫০] আমি মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[১৩৯]

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

১৫১] সকল ফেরেশতা ও জিব্‌রীল (আ:) এর রব অতি বরকতময় ও পবিত্র।[১৪০]

রুকুতে মাঝে মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নের এ দু'আটিও পড়তেন :

---

[১৩৯] মুসলিম ১২৯১, আবূ দাউদ ৭৩৬, তিরমিযী ২৪৩

[১৪০] মুসলিম ৭৫২।

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي

১৫২] হে আল্লাহ! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে রুকু করছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আমার কান, চোখ, মস্তিষ্ক, হাড় এবং শিরা উপশিরা তোমারই ভয়ে সন্ত্রস্ত।[১৪১]

রাতের নফল সালাতের রুকুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আটি পড়তেন :

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

---

[১৪১] মুসলিম ৭৭১

১৫৩] হে দূর্দান্ত প্রতাপশালী, রাজত্ব, অহঙ্কার ও বড়ত্বের মালিক আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[১৪২]

রুকু থেকে উঠার সময় ও উঠার পর তাসবীহ

রুকু থেকে মাথা সোজা করার সময় রাসূলুল্লাহ বলতেন,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

১৫৪] যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে তার কথা মা'বুদ শুনেন।[১৪৩]

অতঃপর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন:

---

[১৪২] আবূ দাউদ ()

[১৪৩] বুখারী () ও মুসলিম ()

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

১৫৫] হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য।[১৪৪]

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

১৫৬] হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য, অশেষ প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা।[১৪৫]

আবার কখনো কখনো পড়তেন :

---

[১৪৪] বুখারী ও মুসলিম

[১৪৫] বুখারী। উক্ত দু'আ রাসূল ﷺ এর সাথে সালাত আদায়কালে জনৈক সাহাবী উক্ত দুআ পাঠ করলে সালাত শেষে নবী (ﷺ), জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ঐ (সুন্দর কথা) গুলো কে বলল? তিনবার জিজ্ঞাসার পর এক সাহাবী বললেন ঃ আমি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ আমি ত্রিশের অধিক ফিরিশ্‌তাকে ছুটাছুটি করতে দেখলাম যে, ঐ কথাগুলি (নেকির খাতায়) কে আগে লিখবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

১৫৭] হে আল্লাহ, আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য, আকাশ পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী পরিপূর্ণ করে এরপর তুমি যা কিছু ইচ্ছা কর তা পরিপূর্ণ করে তোমার প্রশংসা করছি।[১৪৬]

সিজ্‌দায় পঠিত দুআ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

১৫৮] আমি আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[১৪৭]

---

[১৪৬] মুসলিম ৩৪৬

[১৪৭] তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৮৩ পৃষ্ঠা। (সহীহ)

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ وَدِقَّـهُ وَجِلَّـهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ

১৫৯] হে আল্লাহ! তুমি আমার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দাও-ছোট, বড়, আগের, পরের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহসমূহ।[১৪৮]

اَللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِـكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْـكَ لاَ أُحْـصِي ثَنَـاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

১৬০] হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্রোধ থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে তোমারই কাছ থেকে। আমি তোমার প্রশংসা করে

---

[১৪৮] মুসলিম, মিশকাত ৮৪ পৃষ্ঠা।

শেষ করতে পারি না। তুমি ঠিক তেমনি যেমন তুমি তোমার নিজের প্রশংসা তুমি করেছ।[১৪৯]

দুই সিজ্‌দার মাঝখানে পঠিত দুআ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

১৬১] হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দাও,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, হেদায়েত দান কর, নিরাপত্তা দাও এবং রিয্‌ক দান কর।[১৫০]

যে দুআ রুকু ও সিজ্‌দায় পড়া যায়

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

---

[১৪৯] মুসলিম ৭৫১।

[১৫০] *আবূদাউদ, সুনান ৮৫০, তিরমিযী ২৮৪, ইবনু মাজাহ ৮৯৮নং, হাকেম, মুস্তাদ্‌রাক*

১৬২] হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অতএব হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর।[১৫১]

সালাতের শেষে সালামের পূর্বে দুআ মাসূরা

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

১৬৩] হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ (ঐ) পাপসমূহ ক্ষমাকারী নেই। অতএব তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

---

[১৫১] বুখারী, মুসলিম। আয়েশা (রাযি.) বলেন ঃ কুরআনের (সূরা নাস্‌র এর) নির্দেশ অনুসারে নবী (ﷺ)- রুকু ও সিজদায় এই দু'আটি খুব বেশী করে পড়তেন।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ- وَأَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ - وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي - أَعُوذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো আশ্রয় চাচ্ছি দাজ্জালের ফিত্না থেকে। আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার জীবনের ফিতনা এবং মৃত্যুর যাতনা হতে। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত গুনাহ ও সব রকমের ঋণের দায় হতে।[১৫২] নামাযে দুআ মাসূরায় সালাম ফিরানোর পূর্বে এটি পড়া সুন্নাত।

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ

---

১৫২ বুখারী ৮৩৩, মুসলিম, মিশকাত– ৮৭ পৃষ্ঠা।

الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

১৬৪] হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করে দাও আমার পূর্বের গুনাহ, পরের গুনাহ, গোপন ও প্রকাশ্য পাপ, আমার বাড়াবাড়ি জনিত ও অন্যান্য ও পাপ, যা তুমি আমার চেয়ে বেশি জান। অতি অগ্রবর্তী কর এবং তুমিই পিছিয়ে দাও, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই।

اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا - وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ - وَنَجِّنَا مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ- وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا - وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا

১৬৫] হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দাও। তুমি আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ সৃষ্টি করে দাও। তুমি আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত কর। আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে আস, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ফাহেশা কাজ থেকে দূরে রাখ। তুমি আমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিকে, আমাদের অন্তর, আমাদের দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী সাথীদের মধ্যে ও আমাদের সন্তানদের মধ্যে বরকত দাও, তুমি আমাদের তওবাহ কবূল কর, নিশ্চয় তুমিতো তওবা কবূলকারী পরম করুণাময়। তুমি আমাদেরকে তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, এর প্রশংসা করার এবং এগুলোকে গ্রহণ করার তাওফীক আমাদেরকে দেয়া তোমার নেয়ামতকে তুমি পূর্ণ করে দাও।[১৫৩]

---

[১৫৩] আবূ দাউদ ৯৬৯

বিতরের সালাতের দুআ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ - وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ - وَتَوَلَّنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ - وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ - وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ - فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ - وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ - تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ

১৬৬] হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ আমাকেও তাদের সাথে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ আমাকেও তাদের মধ্যে করে নাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের মধ্যে আমারও অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো। কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারণ করে থাক। আর তোমার বিরুদ্ধে কেউ কোন সিদ্ধান্ত

নিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ সে কোন দিন অপমাণিত হয় না। আর তুমি যার সাথে শক্রতা পোষণ কর সে কোন দিনই সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি প্রাচুর্যময় ও সর্বোচ্চ।

আল্লাহ তা'আলা নবী (ﷺ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন।[১৫৪]

জানাযার সালাতে দুআ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ - وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ - وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّــثُ الثَّــوْبُ الْأَبْــيَضُ مِــنْ الدَّنَسِ - وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِــنْ

---

[১৫৪] সুনান আরবাআ, আহমাদ, বায়হাকী, হাকেম, সহীহ ইবনে হিব্বান, বুলুগুল মারাম ৯০ পৃঃ, যাদুল মাআদ- ১ম খণ্ড,২৪ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ ১২০১।

أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَـيْرًا مِـنْ زَوْجِـهِ - وَأَدْخِلْـهُ الْجَنَّـةَ - وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

১৬৭] হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মাফ করে দাও। তার কবরে গমনকে সম্মানজন করে রাখ। তার বাসস্থানটা প্রশস্ত করে দাও। তুমি তাকে ধৌত করে দাও পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর তার পার্থিব ঘরের বদলে তুমি তাকে এর চেয়েও উত্তম ঘর দান কর, তার ছেড়ে যাওয়া পরিবারের বদলে আরো উত্তম পরিবার এবং রেখে যাওয়া দম্পতির বদলে আরো উত্তম দম্পতি তাকে দান করো। আর তাকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও এবং কবরের আযাব ও জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে দাও।[১৫৫]

---

[১৫৫] আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী, মিশকাত– ১৪৬ পৃষ্ঠা (সহীহ)।

ইস্তিখারা নামাযের নিয়ম

ইস্তিখারার শাব্দিক অর্থ খায়ের বরকত কামনা করা। যেকোন কাজ বা সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে দু'রাকাত নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা করা। কাজটি যদি মঙ্গলজনক হয় তাহলে যেন আল্লাহ তা'আলা এ কাজের তাওফীক দেন, নতুবা এ থেকে বিরত রাখেন। এরই প্রত্যাশায় ইস্তিখারার নামায পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীগণকে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে ইস্তিখারা করার শিক্ষা এমন গুরুত্বের সাথে দিতেন, যেমনভাবে তিনি তাদেরকে কুরআন কারীম শিক্ষা দিতেন।

এ নামায পড়ার নিয়ম হলো :

১ম রাক্আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাক্আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পড়বে। এ নামাযের সালাম ফিরানোর পরে নিম্নের দু'আটি পড়বে এবং ..... এর স্থলে কাংক্ষিত বিষয়টি স্মরণে আনবে। অতঃপর যে কর্মটি করতে চায় তা করবে। উল্লেখ্য যে, সিদ্ধান্তের জন্য স্বপ্নযোগে কোন কিছু দেখা বা ইশারা পাওয়া জরুরী নয়।

ইস্তিখারার দু'আটি হলো :

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ- فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ - وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ - وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ - اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ .... خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي [أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ] فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ - وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي [أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ] فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ - وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ - ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে তোমার কাছে ভাল সিদ্ধান্তটা জানতে চাচ্ছি এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি। আর তোমার কাছে

তোমারই মহানুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কারণ তুমি যা ইচ্ছা তাই পার, আমি তা পারি না এবং তুমি সবই জান আমি কিছুই জানি না। আর তুমি তো গায়েব সম্পর্কেও মহা জ্ঞানী।

(তাই) হে আল্লাহ তুমি যদি জান যে, আমার একাজটা আমার জন্য ভাল হবে, আমার দীনী ও দুনিয়াবী জীবনে এর পরিণতি শুভ হবে চাই এখন নগদ বা বিলম্বে অনন্তকালে, তাহলে ঐ কাজটি করার শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। তারপর সেটাতে আমাকে বরকত দাও।

আর যদি তুমি জান যে আমার ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে এ কাজে আমার জন্য রয়েছে অকল্যাণ, এবং শেষ পরিণামে আছে অশুভ পরিণতি, চাই তা হোক এখন বা সুদূর পরাহত ভবিষ্যতে তাহলে এ কাজকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও, আমাকেও তা থেকে দূরে রাখ। আর আমাকে ভাল কাজের শক্তি দাও, তা যেখানেই থাকুক। তারপর তা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করাও।

নোট ঃ এই দু'আ পড়ার সময় (هَـــذَا الْـــأَمْرَ) 'হা-যাল আমর' শব্দের জায়গায় ঐ কাজটার নাম উল্লেখ করতে হবে, যে কাজের সিদ্ধান্ত নিতে চায়। (যে জন্য ইস্তিখারা করা

হবে)।[১৫৬] ইস্তিখারার সালাত দিন ও রাতে যখন ইচ্ছা পড়া যায়। ইস্তিখারার পর শরীয়ত সম্মত যে কাজের দিকে মন টানে সেটা করা উচিত। স্বপ্নে কিছু দেখা যাবে এরূপ ধারণা দলীল সম্মত নয়।[১৫৭]

সকালে পঠিত অতীব ফযীলতপূর্ণ একটি তাসবীহ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ" (৩বার পড়বে)
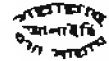
১৬৮। "সুব্‌হানাল্লাহি অবি হামদিহী" এ তাসবীহটি যেন পড়লাম তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যা পরিমাণ, যতসংখ্যায় তিনি সন্তুষ্ট হন তত পরিমাণ, আরশের ওজন সমপরিমাণ ও তাঁর কথা লেখার কালি পরিমাণ।[১৫৮]

---

[১৫৬] বুখারী, মিশকাত– ১১৭ পৃষ্ঠা।

[১৫৭] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪২৬ পৃঃ।

[১৫৮] মুসলিম ২০৯০।

লেখকের অন্যান্য বই

০১। কুরআন কারীমের মর্মার্থ ও শব্দার্থ–৩০শ পারা।
০২। বিশুদ্ধ তিলাওয়াত পদ্ধতি।
০৩। আরবী উচ্চারণ শিক্ষা
০৪। শুধু আল্লাহর কাছে চাই (দুআ মোনাজাতের বই)
০৫-৯। আকীদা ও ফিক্হ–১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত)
১০। বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ওযূ গোসল
১১। যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ ﷺ
১২। প্রশ্নোত্তরে জুমুআ ও খুৎবা
১৩। প্রশ্নোত্তরে রোযা ও রমাযান
১৪। প্রশ্নোত্তরে হজ্জ ও উমরা
১৫। প্রশ্নোত্তরে ঈদ ও কুরবানী
১৬। আধুনিক আরবী সাহিত্য–৬ষ্ঠ শ্রেণী
১৭। সহজ পদ্ধতিতে আরবী ভাষা শিক্ষাদান। (সম্পাদিত)
১৮। রমযান মাসের ৩০ আসর। (সম্পাদিত)
১৯। হারাম শরীফের দেশ। (সম্পাদিত)।
২০। তাওহীদ (সম্পাদিত)
২১। Dua Book in Arabic-English

دعاء المسلم

ترجمة وترتيب :

محمد نور الإسلام شاندمياه

الأستاذ بجامعة أسيا ببنغلاديش

النشر :

التوحيد للطباعة والنشر

دكا- بنغلاديش

الأستاذ نور الإسلام شاند مياه